POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنۡ یَّعۡمَلۡ سُوۡٓءًا اَوۡ یَظۡلِمۡ نَفۡسَہٗ

ثُمَّ یَسۡتَغۡفِرِ اللّٰہَ یَجِدِ اللّٰہَ

غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا

এবং যে কেহ মন্দ কম করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় হিসাবে পাইবে।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১১১)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
45

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

5 নভেম্বর, 2020 ● 18 রবিউল আওয়াল 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) নামাযে এই দোয়া করতেন।

৮৩৩) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছ থেকে তিনি শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাযে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

৮৩৪) হযরত আবু বাকার সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে বলেন, 'আমাকে নামাযের জন্য দোয়া শিখিয়ে দিন।' রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন– এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ ظَلَمۡتُ نَفۡسِیۡ ظُلۡمًا کَثِیۡرًا وَّلَا
یَغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّا اَنۡتَ فَاغۡفِرۡلِیۡ مَغۡفِرَۃً مِّنۡ
عِنۡدِکَ وَارۡحَمۡنِیۡ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ

(হে আল্লাহ! আমি নিজ প্রাণের উপর অনেক জুলুম করেছি আর তুমি ছাড়া কেউই পাপ ক্ষমকারী নেই। অতএব, তুমি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর কৃপা কর। নিশ্চয় তুমিই ক্ষমাশীল ও কৃপাকারী।

(৮৬৮) হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি কাতাদা আনসারী থেকে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'আমি নামাযের জন্য দাঁড়াই আর নামাযকে দীর্ঘায়িত করতে চাই, ঠিক সেই সময় শিশুর কান্নার শব্দ শুনে আমি নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই। কেননা তার মাকে কষ্ট দিতে আমি অপছন্দ করি।

(সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড কিতাবুল আযান)

আমি প্রায় আশ্চর্য হই যে, মানুষ নিজের মত মানুষকে তোষামোদ করে, কিন্তু একইভাবে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। দোয়ার উত্তর যদি তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, তবে তা সাধারণত ভাল হয় না। দোয়ার উত্তরে বিলম্ব হওয়া সফলতার কারণ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

খোদার বিচিত্র প্রকৃতি কৃপাস্বরূপ

খোদার বিচিত্র প্রকৃততিও এক প্রকার কৃপা বা রহমত। দেখ, নুহ (আ.) এর জাতির ক্ষেত্রে খোদার পক্ষ থেকে তাদের জন্য সুনিশ্চিত ইলহাম অবতীর্ণ হল, কিন্তু লোকেরা যখন বিলাপ করতে আরম্ভ করল, তখন সেই শাস্তি বারিত হল আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কাজেই খোদার পরিবর্তিত প্রকৃতির মধ্যেও এক বিশেষ আনন্দ নিহিত আছে, কিন্তু তা কেবল তারাই উপভোগ করে, যারা এর সামনে পড়ে অশ্রু বিগলিত হয় এবং বিনয় প্রদর্শন করে। আমি প্রায় আশ্চর্য হই যে, মানুষ নিজের মত মানুষকে তোষামোদ করে, কিন্তু একইভাবে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না।

দোয়া গৃহিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়া সফলতার কারণ

একথা স্মরণ রেখো যে, দোয়ার উত্তর যদি তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, তবে তা সাধারণত ভাল হয় না। অতএব, দোয়া করার সময় নিরাশ হয়ো না। দোয়ায় যত বিলম্ব হয়, বাহ্যিকভাব তার উত্তর না পাওয়া যায়, তবে আনন্দিত হয়ে কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা কর, কেননা এর মাঝে মঙ্গল রয়েছে। বিলম্ব সফলতার কারণ হয়।

ইউনুস (আ.) এর জাতির শাস্তি বারিত হওয়ার কারণ

দোয়া একটি শক্তিশালী বর্ম যা সফলতা এনে দেয়। ইউনুস (আ.)এর জাতি বিলাপ এবং দোয়ার কারণে অবধারিত শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। আমার মতে আরবী 'মুহাবেতাত' শব্দের অর্থ হল ক্রোধ। আর আরবী শব্দ হুতের অর্থ মাছ। আর নুন শব্দের অর্থ প্রতাপ বা প্রখরতাকে বোঝায়, আবার মাছকেও বোঝায়। মোটকথা হযরত নুহ (আ.) এর ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শাস্তি বারিত হওয়ার কারণে তাঁর মনে অভিযোগ ও আপত্তি উঠে আসে যে ভবিষ্যদ্বাণী এবং দোয়া এমনিই বৃথা গেল। তাঁর মনে এই চিন্তারও উদ্রেক হয় যে, তাঁর কথা পূর্ণ হল না কেন? এটিই ছিল ক্রোধাচ্ছন্ন অবস্থা। এর থেকে একটি শিক্ষা পাওয়া যায় যে, তকদীর বা নিয়তির লিখনকে আল্লাহ পরিবর্তন করেন। আর ক্রন্দন এবং সদকা শাস্তির লিখনকেও রদ করে দিতে পারে। এজন্যই তো সদকা দেওয়ার রীতি গৃহীত হয়েছে। এই পন্থা আল্লাহকে প্রীত করার উদ্দেশ্যে। স্বপ্ন-ব্যাখ্যা শাস্ত্রের ভাষায় যকৃতের অর্থ সম্পদ। এই কারণে সদকা করা প্রাণ বিসর্জনের নামান্তর হয়ে থাকে। মানুষ সদকা করার সময় অসাধারণ সততা ও অবিচলতা প্রদর্শন করে। আসল কথা হল কেবল মুখের কথায় কিছু হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই নীতি অনুশীলিত হয়ে কার্যে রূপান্তরিত হয়। আরবীতে দান করাকে 'সদকা' বলা হয়, কারণ এটি যে সত্যবাদীদের চিহ্নস্বরূপ।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১৮-২১৯)

ইসলাম জুমার দিনের জন্য কয়েকটি বৈশিষ্টাবলী নির্ধারণ করেছে। তবে জুমার নামায শেষ করার পর মানুষকে নিজেদের কর্মব্যস্ততায় নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

অনেক লেখক লেখেন যে, খৃষ্টানরা রবিবার দিন 'সাবাত' পালন শুরু করেছিল, যাতে অ-ইহুদী জাতিগুলির মধ্যে তাদের বিরোধীতা না হয়। বারনিবাস এর চিঠিতে লেখা আছে যে, এর কারণ হল, মসীহ সেই দিনটিতে মৃতাবস্থা থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন।

(যীউশ এনসাইক্লোপেডিয়া, ১০ম খণ্ড)

যাইহোক, কারণ যাই থাকুক, এটি হযরত মূসা (আ.)এর শিক্ষার পরিপন্থী ছিল। ইসলামও 'সাবাত' এর জন্য একটি দিন নির্ধারণ করেছে আর সেটি হল জুমার দিন। মুসলমানেরা কোনও ধারণার বশবর্তী হয়ে এই দিনটি নির্ধারণ করে নি। এই জন্য এর সম্পর্কে সেই আপত্তি উঠতে পারে না যা খৃষ্টানদের উপর ওঠে। ইসলাম জুমার দিনের জন্য কয়েকটি বৈশিষ্টাবলী নির্ধারণ করেছে। সেই দিনটিতে ছুটি থাকা, বেশি পরিমাণে ইবাদত করা, এটিকে জাতীয় ঐক্যের দিনে পরিণত করা, স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, রুগীদের খোঁজ খবর নেওয়া এবং অনুরূপভাবে জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক কাজ করা। তবে জুমার নামায শেষ করার পর মানুষকে নিজেদের কর্মব্যস্ততায় নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জুমার পরেও যিকরে ইলাহিতে নিয়োজিত থাকাকে বেশি সঙ্গত আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, মুসলমানেরাও

শেষাংশ ৯ পাতায়

এই সংখ্যায়

বার্ষিক রিপোর্ট
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২ অক্টোবর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

জার্মানীর খ্যাতনামা পত্রিকা DIE ZEIT এর অনলাইন সংস্করণের সম্পাদক তাহের আহমদ চৌধরী সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

তাহের আহমদ চৌধরী সাহেব একজন আহমদী যুবক, যিনি ইউনিভার্সিটিতে সাংবাদিকতার শিক্ষা অর্জন করছেন। পত্রিকায় কাজ করেন। বহু রাজনীতিক, ক্রীড়াবিদ, সমাজবিজ্ঞানীর তিনি সাক্ষাতকার নিয়েছেন।

এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা যা ১৯৪৬ সাল থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশ পায়। সাবেক চ্যান্সেলর শিমাট এই পত্রিকার প্রকাশক আর এক ইতালীয় সাংবাদিক এর প্রধান সম্পাদক। গড়ে পাঁচ লক্ষ করে এটি বিক্রি হয়। আর এর পাঠক সংখ্যা১৫ লক্ষ। আর অনলাইনে পাঠক সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ।

* সাংবাদিক তাহের আহমদ চৌধূরী প্রথম প্রশ্ন করেন যে, বর্তমান যুগে ইসলামের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মতামত কি আর ইসলামের অধঃপতনের মূল কারণগুলি কি কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলামের অধঃপতের মূল কারণগুলি জানতে হলে আমাদেরকে এর প্রারম্ভিক যুগে যেতে হবে,যখন ইসলামের সূচনা হয়েছিল। যখন আঁ হযরত (সা.) আবির্ভূত হয়ে একটি বিকৃত ও দিশেহারা জাতির সংশোধন করেন, তাদেরকে মানুষে পরিণত করেন। যেমনটি হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাদেরকে পশু থেকে মানুষের পরিণত করেছেন, শিক্ষিত মানুষ বানিয়েছেন অতঃপর খোদাপ্রেমিক মানুষ বানিয়েছেন, আর তারা আল্লাহ্ তা'লাকে চিনতে আরম্ভ করল। যখন তাদের এই অবস্থা হল, তাদের এই পরিবর্তন দেখা দিল, সেই সময় আঁ হযরত (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, একটি যুগ আসবে, যখন এই সব উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে, বরং এর থেকেও নিকৃষ্ট অবস্থা হবে। যতদূর ইসলামী শিক্ষার প্রশ্ন, যা কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকবে, কিন্তু তা বোঝানোর বা উপদেশ দানকারী উলেমা সম্প্রদায়ের বিকৃতি ঘটবে। এমন যুগ এলে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যিনি ইসলামকে পুনরায় পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, পৃথিবীতে ঈমানকে ফিরিয়ে আনবেন। আর ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও চলে যায়, তবে তিনি তা সেখান থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন।

কাজেই আজকে মুসলমানদের বিকৃত অবস্থা তা আঁ হযরত (সা.)এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আর এর প্রতিকারও আঁ হযরত (সা.) বলে দিয়েছিলেন যে, যখন সেই যুগ আসবে, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন মুসলমানদের সংশোধনের জন্য, তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য ইমাম মাহদীর আগমণ হবে, তখন তাকে তোমরা মান্য করো।আর তাকেঁ তোমরা আমার সালাম পোঁছে দিও। তাঁকে গ্রহণ করলে তোমাদের অবস্থার উন্নতি হবে। অনথ্যায় তোমরা আরও অঃপতনের দিকে ধাবিত হবে। অবস্থার অবনতি হওয়া প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন: 'আমার জাতির উপরও অনুরূপ অবস্থা আপতিত হবে যা বনী ইসরাঈল জাতির উপর হয়েছিল। যাদের মধ্যে এমন সামঞ্জস্য তৈরী হবে যেমন একটি পায়ের জুতো অপর পায়ের জুতোর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকে। এমনকি তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আপন মায়ের সঙ্গে ব্যাভিচার করে, তবে আমার জাতির মধ্য থেকেও এমন কোনও হতভাগা তৈরী হবে।" এর থেকে অধঃপতন সম্পর্কে অনুমান করুন যে নৈতিকভাবেও আর ধর্মীয়ভাবেও তাদের মধ্যে এমন অধঃপতন দেখা দিবে যার কোনও সীমা নেই।

আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এখন যাঁর আসার কথা ছিল, তাঁকে যদি মেনে নাও, তবে রক্ষা পাবে। আর আজ আমরা এটিই দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেক সম্প্রদায় উগ্রবাদের শিক্ষা যদিও দেয় না, কিন্তু নিজেদের কর্মধারার মাধ্যমে উগ্রবাদের সমর্থন ও প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হল জামাত আহমদীয়া। আমাদের উপর অত্যাচারও হয়, কিন্তু আমরা সহন করি; অত্যাচারের বদলা সহনশীলতা ও দোয়ার মাধ্যমে নিই, ধৈর্য এবং সাহসের মাধ্যমেই নিই। অতএব আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই বিপর্যয় ঘটেছে আর সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমণকারী এসে গেছেন। তিনি এসে পৃথিবীকে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অবগত করেছেন। এখন যতক্ষণ তাঁকে না গ্রহণ করবে, পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে থাকবে। এই কথাটি আমি সব জায়গাতেই সাক্ষাতকার ও ভাষণ দেওয়ার সময় বলেছি। আমেরিকা, আয়ারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্যেও আমি একথাই বলেছি। এটিই আমার বার্তা হয়ে থাকে যে, এই সব মুসলমানেরা ক্রমশ অধঃপতিত হতে থাকবে, আর ততদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে না, যতক্ষণ তারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগমণকারীকে মান্য করে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনার মতে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সব থেকে বড় বিভ্রান্তি কোনটি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি সাংবাদিক, আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে বিভ্রান্তিটি কি? সব থেকে বড় বিভ্রান্তি সম্পর্কে আমি বলেছি যে, এরা যে বিকৃত শিক্ষার প্রসার করছে, তা ইসলামী শিক্ষা নয়। সম্প্রতি দায়েশের নেতা এই বিবৃতিই দিয়েছিল। চার পাঁচ দিন পূর্বে সে বিবৃতি দিয়েছিল যে, ইসলাম হল জিহাদ ও উগ্রবাদের ধর্ম। এই ধর্মে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের মত কোনও শিক্ষাই নেই। যখন এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তাই হয় যা এখন হচ্ছে। সৌদি আরবে দেখুন। একদিকে দাবি করা হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার ঘরের তত্ত্বাবধায়ক। দাবি করা হচ্ছে যে, আমাদের দেশে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী খাতামান্নাবীঈন এর সমাধি রয়েছে, তিনি এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, এখানে সমাহিত হয়েছেন। আমরা ভেদাভেদ বা বৈষাম্য ছাড়াই প্রত্যেক মুসলমান ফির্কাকে এখানে এসে হজ্জ করার অনুমতি দিচ্ছি আর তারা মদিনায়ও যায়। এছাড়াও হজ্জের যে সব রীতিনীতি রয়েছে সেগুলি খোলাখুলিভাবে সম্পাদন করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জামাত আহমদীয়াকে হজ্জ করার অনুমতি নেই।

জামাতের বিষয়টি একপাশে থাকুক, কিন্তু অন্যরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে, যারা কলেমা পাঠ করে, আঁ হযরত নির্ধারিত মুসলমানের পরিভাষা অনুযায়ী 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' পাঠ করে? যে কলেমা পাঠ করে সে মুসলমান। এখন সম্প্রতি যে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে, সেখানে এই কলেমা পাঠকারী এই মুসলমানদের সঙ্গে কি আচরণ হচ্ছে? ইয়েমেনে যে যুদ্ধ হচ্ছে তা হল জাতিগত লড়াই। একদিকে এই দাবি করা হচ্ছে যে, আমরা খোলাখুলি অনুমতি দিই, কোনও বিশেষ ফির্কার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। কিন্তু অপরদিকে জাতিগত লড়াই লড়ছে। শুধু তাই নয়, দুইদিন পূর্বে এখানে সৌদি আরবে শিয়াদের একটি মসজিদে বা ইমাম বারগাহে হামলা হয় আর তাতে বাইশ জন নিহত হয়, আর অনেকে আহতও হয়। তাই সেখানেও এই বিবাদ শুরু হবে, কেননা এটি তাদের নিজেদের তৈরী করা।

আর এই সালাফীরা সৌদি আরবের তৈরী করা। অনুরূপভাবে উগ্রবাদী ওয়াহাবীরা রয়েছে। তাই এই সব ঘটনাপ্রবাহ এ বিষয়ের দিকে নির্দেশ করছে যে, এই সব মানুষ এবং এই স্থানটি, যাকে মুসলমানের সমস্ত ফির্কা পবিত্র মনে করে এবং সেখানে তীর্থে যায় আর সেখানকার বাদশাকে সম্মানও করে, এই কারণে যে তিনি সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক। এসব কিছু সত্ত্বেও এরা অন্যান্য মুসলমান ফির্কার সঙ্গে এমন আচরণ করে থাকে। এর দ্বারা তাদের হৃদয়ের কদর্যতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। যারা নিজেদেরকে ইসলামের ধ্বজাবাহক ও সংশোধনকারী হিসেবে মনে করে, তারা নিজেরাই উগ্রবাদের শিক্ষা দিচ্ছে।

এখন তো উগ্রবাদের কোনও সীমা নেই। সর্বত্র ঘটছে আর চলতে থাকবে। আর এটিই ইসলামের উপর সব থেকে বড় অভিযোগ। আমরা যারা জামাত আহমদীয়ার মান্যকারী, তাদের দাবি, তোমরা জামাত আহমদীয়ার উপর জিহাদী হওয়ার অপবাদ আরোপ কর আর কেবল নিজেদের ধর্মমতকে সঠিক মনে কর। এগুলি ভ্রান্ত অভিযোগ, যেগুলি না কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত হয় আর না হাদীস থেকে আর জামাতের কোনও কর্মধারা থেকে তোমরা এই অভিযোগ প্রমাণ করতে পার।

***বর্তমানে পৃথিবীতে যে বিবাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এতে মুসলমান একে অপরের মুণ্ডুচ্ছেদ করছে। আপনি কাকে বেশি অপরাধী বলে মনে করেন। মুসলমানদেরকে না কি পাশ্চাত্যের পরাশক্তিগুলিকে, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমনটি করছে?**

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আসল কথা হল, আপনি যদি বুদ্ধি প্রয়োগ না করেন আমার প্ররোচনায় নিজের ভাইয়ের মুণ্ডুচ্ছেদ করেন,

এরপর ১০ পাতায়....

জুমআর খুতবা

আমি তোমাদের দারিদ্রতার ভয় করি না। বরং আমার আশংকা হলো, কোথাও এমন যেন না হয় যে তোমাদের জাগতিক প্রাচুর্য লাভ হবে আর এরপর তোমরা প্রতিযোগীতামূলকভাবে লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে পড়বে।

প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) ছিলেন নবম স্থানে।

১০ম হিজরিতে হজ্জাতুল বিদায় হযরত আবু উবাইদা (রা.) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে হজ্জ করেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রা.) এর আনুগত্যের ঘটনা শুনে বলেন, 'রাহেমাহুল্লাহ্ আবা উবাইদাহ।' অর্থাৎ আবু উবাইদার উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৃপা বর্ষিত হোক, কেননা সে আনুগত্যের এই দৃষ্টান্তমূলক মান স্থাপন করেছে।

মহানবী (সা.) বদরী সাহাবী, আমীনুল উম্মাত, আশারায়ে মুবাশ্বেরার মযার্দাবান সাহাবী হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রা.) পবিত্র জীবনালেখ্য।

আমরা পূর্বেও এসব কষ্টের যুগ পার করেছি। এখনও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে পার করব, কিন্তু তাদের এসব অপকর্ম থেকে তারা যদি বিরত না হয়, তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

আহমদীদের বিরোধীদের কে সতর্কবার্তা এবং পাকিস্তানের আহমদীদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সম্পর্কের উন্নতি এবং দোয়া করার উপদেশ।

মহানবী (সা.) বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে এমন এক আমিন ব্যক্তিকে প্রেরণ করব- যিনি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি যত্নবান। এরপর তিনি (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর হাত ধরেন এবং বলেন, "হাযা আমিনু হাযিহিল উম্মাহ্" তথা এই ব্যক্তি এই উম্মতের আমিন।

হযরত আবু ওবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) সেই হেলমেটের দু'টি আংটার একটি নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন আর এত জোরে টেনে বের করলেন যে, নিজে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন অর্থাৎ খুব শক্তভাবে সেটি ভিতরে গেঁথে গিয়েছিল। এর ফলে তার (রা.) সম্মুখের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। পুনরায় তিনি দ্বিতীয়টি দাঁত দিয়ে ধরে জোরে টেনে বের করলেন, ফলে তার (রা.) সামনের দ্বিতীয় দাঁতটিও ভেঙ্গে গেল।

শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা বিজয় লাভ করার পর কোন শিশু, বৃদ্ধ কিংবা মহিলাকে হত্যা করবে না, কোন প্রাণী হত্যা করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, চুক্তি করে নিজেরা তা ভঙ্গ করবে না।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২ অক্টোবর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

বদরী সাহাবীদের মাঝে আজ যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। পূর্বে তাঁর নাম ছিল আমের বিন আব্দুল্লাহ এবং তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দল্লাহ বিন জাররাহ। হযরত আবু উবায়দা নিজ উপনামে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ অথচ তাঁর বংশানুক্রম দাদা জাররাহ'র সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। তাঁর মায়ের নাম ছিল উমায়মা বিনতে গানাম। তিনি কুরায়েশ বংশের বনু হারেস বিন ফেহ্ র গোত্রের সদস্য ছিলেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৫)

কথিত আছে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) ছিলেন দীর্ঘকায় কিন্তু দেহ ছিল শীর্ণ এবং চেহারা ছিল স্বল্প-মাংসল। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর চোয়ালে গেঁথে যাওয়া হেলমেটের আংটা টেনে বের করতে গিয়ে তাঁর সম্মুখের দু'টি দাঁত ভেঙে যায়। তাঁর দাড়ি বেশি ঘন ছিল না তবে তিনি খেজাব তথা কলপ ব্যবহার করতেন। হযরত উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন তবে তাদের মাঝে কেবল দু'জন স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান জন্ম হয়। তাঁর দু'জন পুত্র সন্তান ছিল যাদের মাঝে একজনের নাম ছিল ইয়াযিদ এবং অপরজনের নাম ছিল উমায়ের।

(রওশন সিতারে, প্রণেতা-গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১)

হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঐ দশজন সাহাবীর মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন - যাদেরকে মহানবী (সা.) নিজ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন অর্থাৎ যাদেরকে আশারায়ে মুবাশশারা বলা হয়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২)

হযরত আবু উবায়দা (রা.) কুরায়েশের গুণী-মানী ও শালীন লোকদের মাঝে গণ্য হতেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭)

তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর তবলীগে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটি মুসলমানদের দ্বারে আরকামে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেকার কথা। প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) ছিলেন নবম স্থানে।

(আশারাহ মুবাশ্বেরা, প্রণেতা-বশীর সাজিদ, পৃ: ৭৯৮)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক উম্মতের মাঝে একজন আমিন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি থাকে, আর আমার উম্মতের আমিন হলেন আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)।

(সহী বুখাী, কিতাবু ফাযায়িলি আসহাবিন্নাবী, হাদীস-৩৭৪৪)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়াতে অনুসারে যথাক্রমে নাযরান ও ইয়েমেনের লোকেরা মহানবী (সা;)-এর সকাসে উপস্থিত হয় এবং নিবেদন করে, আমাদের সাথে কোন এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন- যিনি আমাদেরকে ধর্ম শেখাবেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তারা নিবেদন করেন, আমাদের সাথে কোন আমিন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে এমন এক আমিন ব্যক্তিকে প্রেরণ করব- যিনি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি যত্নবান। এরপর তিনি (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর হাত ধরেন এবং বলেন, "হাযা আমিনু হাযিহিল উম্মাহ্" তথা এই ব্যক্তি এই উম্মতের আমিন।

(সহী বুখাী, কিতাবু ফাযায়িলি আসহাবিন্নাবী, হাদীস-৩৭৪৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আবু

বকর, ওমর, আবু উবায়দা বিন জাররাহ, উসায়েদ বিন হুযায়ের, সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস, মুআয বিন জাবাল এবং মুআয বিন আমর বিন জমুহ প্রমুখ কতইনা উত্তম মানুষ!

(জামেউ তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৯৫)

মোটকথা, মহানবী (সা.) তাঁদের প্রসংশা করেন। এটি এক বৈঠকের কথা, হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর উদাহরণ দিয়ে উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করছেন। একদা হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মহানবী (সা.) যদি তাঁর পর কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানাতে চাইতেন তবে কাকে বানাতেন? জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) কে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর কাকে? হযরত আয়েশা (রা.) জবাবে বলেন, হযরত ওমর (রা.) কে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হযরত ওমর (রা.) -এর পর কাকে? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) কে।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, হাদীস-২৩৮৫)

এটি সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন শাকিক হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করেন যে, সাহাবীদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী কে ছিলেন? হযরত আয়েশা উত্তরে বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি (অর্থাৎ প্রশ্ন কর্তা) জিজ্ঞেস করেন, এরপর কে সবচাইতে বেশি প্রিয় ছিলেন? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন, হযরত উমর (রা.)। তিনি জিজ্ঞেস হযরত উমরের পর কে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন, হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, এরপর কে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত আয়েশা নিরবতা পালন করেন।

(জামেউ তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৫৭))

সীরাত খাতামান নাবীঈন গ্রন্থে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন:হযরত আয়েশার (রা.) দৃষ্টিতে আবু উবাইদা (রা.) এর এতই উচ্চ মান ও মর্যাদা ছিল যে তিনি বলতেন হযরত উমরের (রা.) তিরোধানের পর আবু উবাইদা (রা.) জীবিত থাকলে, তিনিই খলীফা হতেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, রচয়িতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ১২৩)

একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত উমর (রা.) নিজের অন্তিম সময়ে বলেন, আজ হযরত আবু উবাইদা (রা.) জীবিত থাকলে আমি তাকেই খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে যেতাম। তাকে কেন খলীফা মনোনয়ন করলে-এ মর্মে যদি আমার প্রভু আমাকে প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি বলতাম, আমি তোমার প্রিয় রসূল (সাঃ) এর নিকট থেকে শুনেছি, আবু উবাইদা (রা.) এই উম্মতের আমীন (অর্থাৎ বিশ্বস্ত)। এই কারণেই আমি তাকে খলীফা বানিয়েছি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনেসাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৫)

যখন হযরত আবু উবাইদা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার পিতা তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তিনি (রা.) হাবশাতে হিজরতকারী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আবু উবাইদা (রা.) যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন তাকে দেখে মহনবী (সাঃ) এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হযরত উমর (রা.) অগ্রসর হয়ে তার সাথে আলিঙ্গান করলেন এবং তিনি (রা.) (অর্থাৎ হযরত আবু উবাইদা) হযরত কুলসুম বিন হিদামের বাড়িতে উঠলেন ।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৩) (রওশন সিতারে , রচনা-গোলাম বারি সঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১-১২)

হযরত আবু উবাইদা (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কারো কারো মতে মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দার ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করে দিয়েছিলেন হযরত হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেমের সাথে। কারো কারো মতে মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেন আর কতকের মতে তাঁর সাথে হযরত সা'দ বিন মুআযের ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনেসাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৩)(আল আসাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৬)

হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ বদর, উহুদ এবং অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনেসাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৩)

বদরের যুদ্ধের সময় হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর বয়স ছিল ৪১ বছর।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৬)

বদরের যুদ্ধের দিন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে রণক্ষেত্রে আসেন এবং তার পিতা আব্দুল্লাহ্ কাফেরদের পক্ষ থেকে রণক্ষেত্রে আসে। পিতা পুত্র মুখোমুখী হন। পিতা যুদ্ধের সময় পুত্রকে লক্ষ্যস্থল বানাতে চাইল কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) হামলা এড়াতে থাকেন। হামলা কাটিয়ে যেতে লাগলেন, আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু পিতা পিছু ছাড়লো না। পিতা নিজ পুত্রকে হত্যার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে থাকে। তারও এ সুযোগ ছিল, তিনিও এ কাজ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি পিতার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টাই করতে থাকেন। তাকেও যেন হত্যা করতে না হয় এবং নিজেও যেন সুরক্ষিত থাকেন। যখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) দেখলেন যে, পিতা পিছু ছাড়ছেই না তখন একত্ববাদের প্রেরণা আত্মীয়তার ওপর প্রাধান্য পায়। এরপর আত্মীয়তার সম্পর্কের কোন মূল্য থাকল না। যখন তিনি দেখেন যে, এখন তো তিনি আমাকে হত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর তা কেবলমাত্র এ কারণে যে, আমি একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তিনি বলেন, লেখা আছে, একত্ববাদের প্রেরণা আত্মীয়তার সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য পায় আর আব্দুল্লাহ্ তার নিজ পুত্রের হাতে মারা যায়- যখন সে পিছু ছাড়ছিল না তখন তার পিতা আব্দুল্লাহ্ নিজ পুত্র হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর হাতে নিহত হন। পরিশেষে তাকে বাধ্য হয়ে হত্যা করতে হয়েছে।

(সীরুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৪)

উহুদের যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ্ বিন কামেয়া মহানবী (সা.) কে সজোরে পাথর ছুড়ে মেরেছিল যার ফলে তার পবিত্র চেহারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় এবং তার (সা.) পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে যায়। তখন সে নারা উচ্চকিত করল যে, দেখ! আমি ইবনে কামেয়া। রসুল করীম (সা.) স্বীয় পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। বর্ণনাকারী বলেন তারপর এমন হলো যে, আল্লাহ তার ওপর এক পাহাড়ী ছাগল চড়াও করিয়ে দেন, যে তাকে শিং মারতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

(আল মুজামুল বালদান লি তাবারানী, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৫৪)

এই ঘটনা সম্বন্ধে হযরত আয়েশা (রা.) হতে রেওয়ায়েত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) বর্ননা করেন যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন যখন মহানবী (সা.) এর চেহারায় পাথর মারা হয়েছিল, সেটি এত জোরে লাগে যে, তাঁর (সা.) হেলমেটের দু'টি আংটা ভেঙ্গে গিয়ে তাঁর (সা.) পবিত্র গালে ঢুকে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন আমি ছুটে মহানবী (সা.) এর কাছে গেলাম। আমি দেখলাম যে, এক ব্যাক্তি এত দ্রুত তাঁর (সা.) এর দিকে দৌড়ে আসছিল যে, মনে হলো উড়ে আসছে। এ প্রেক্ষিতে আমি দোয়া করি, হে আল্লাহ! এই ব্যাক্তিকে আনন্দের কারণ করে দিন অর্থাৎ যে ব্যাক্তি দৌড়ে আসছে সে যেন মহানবী (সা.)-এর জন্য এবং আমাদের জন্যও আনন্দের কারণ হয়। আমরা যখন মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছলাম তখন আমি দেখলাম যে, তিনি আবু ওবায়দা বিন জারাহ্ (রা.), যিনি আমার চেয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বললেন হে আবু বকর! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি যে, আমাকে মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারা থেকে উক্ত আংটাগুলো বের করতে দিন অর্থাৎ যা তাঁর চোয়ালে শক্তভাবে বিদ্ধ হয়ে গেছে, তা বের করতে দিন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন যে, আমি তাকে তা করতে দিই। সুতরাং হযরত আবু ওবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) সেই হেলমেটের দু'টি আংটার একটি নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলেন আর এত জোরে টেনে বের করলেন যে, নিজে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন অর্থাৎ খুব শক্তভাবে সেটি ভিতরে গেঁথে গিয়েছিল। এর ফলে তার (রা.) সম্মুখের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। পুনরায় তিনি দ্বিতীয়টি দাঁত দিয়ে ধরে জোরে টেনে বের করলেন, ফলে তার (রা.) সামনের দ্বিতীয় দাঁতটিও ভেঙ্গে গেল। উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু ওবায়দা বিন জারাহ সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মহানবী (সা.) এর কাছে অনড়-অবিচল ছিলেন অথচ অন্যরা দিগ্বিদিক ছুটছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৩)

ষষ্ঠ হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে চুক্তিনামা

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

লেখা হয়েছিল সেই চুক্তির দু'টি অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়; আর সাক্ষী হিসেবে উভয় পক্ষের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাতে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তারা হলেন, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.), হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াকাস (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.) ছিলেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, রচনা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৭৬৯)

মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.)-কে বেশ কয়েকটি 'সারায়া'-তে (এটি সারিয়া শব্দের বহুবচন অর্থাৎ যুদ্ধাভিযানে পাঠিয়েছিলেন।

যুল কাস্সা অভিমুখে প্রেরিত সারিয়া: এই সারিয়া বা অভিযান সাত হিজরীর রবিউল আখের মাসে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ. তাঁর রচিত পুস্তক 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন'-এ লেখেন-রবিউল আখের মাসে মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারী (রা.)-কে মদিনা থেকে ২৪ কি.মি. দূরবর্তী এলাকা যুল কাসসার দিকে প্রেরণ করেন; সেখানে তখন বনু সা'লাবা গোত্র বসবাস করতো। দশজন সঙ্গীসহ হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা যখন রাতের বেলা সেখানে পৌঁছে দেখেন যে, সেই গোত্রের একশ' যুবক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সাহাবীদের তুলনায় দলটি সংখ্যায় দশগুণ বেশি ছিল। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা তৎক্ষণাৎ এই সেনাদলের সম্মুখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই যেতেন তাহলে এত অল্পসংখ্যক সঙ্গী নিয়ে যেতেন না। রাতের আঁধারে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল তীর বিনিময় হয়। এরপর কাফিররা মুষ্টিমেয় মুসলমানদের ওপর হামলে পড়ে; আর সংখ্যায় তারা যেহেতু অনেক বেশি ছিল তাই নিমিষেই ইসলামের এই দশজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য মাটিতে লুটিয়ে পড়েন; অর্থাৎ শহীদ হয়ে যান। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা'র সঙ্গী-সাথীরা সবাই শহীদ হন কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রাণে বেঁচে যান। কেননা, কাফেরা তাকে অন্যদের মত মৃত মনে করে ছেড়ে দেয় এবং তার কাপড় প্রভৃতি খুলে নিয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাও সেখানে পড়ে থেকে মৃত্যুবরণ করার সমূহ সম্ভবনা ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অপর এক মুসলমান সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে চিনতে পেরে তাকে সেখান থেকে তুলে মদিনা পৌছে দেয়। মহানবী (সা.) যখন পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন তখন কুরায়েশ গোত্রের বিশিষ্ট ও জেষ্ঠ্য সাহাবী হিসাবে পরিগণিত হযরত আবু উবায়দা বিন জার্রাহকে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুল-কাস্সার অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং ততক্ষণে যেহেতু এ সংবাদও পৌঁছে গিয়েছিল যে, বনু সা'লাবার লোকেরা মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে আক্রমণ করতে চায় এজন্য তিনি (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জার্রাহর নেতৃত্বে চল্লিশজন চৌকশ সাহাবীর একটি দল পাঠান। তিনি (সা.) নির্দেশ দেন, রাতারাতি সফর করে সকালেই সেখানে পৌছতে হবে। হযরত আবু উবায়দা বিন জার্রাহ উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নে তাৎক্ষণিক যাত্রা করে ঠিক ফজরের নামাযের সময় শত্রুপক্ষের ওপর হামলে পড়েন তারা আকস্মিক হামলায় ঘাবড়ে গিয়ে সামান্য প্রতিরোধ গড়ার পর পালিয়ে যায় এবং নিকটবর্তী পাহাড়ে আত্মগোপন করে। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ গনিমতের মাল করায়ত্ব করে এবং মদিনা অভিমুখে ফিরে চলে আসেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, রচনা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৬৮৮)

অত্যাচার নিপীড়নের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বা শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই আক্রমণ করা হয়েছিল।

আরেকটি সারিয়া বা যুদ্ধভিযানের নাম ছিল যাতুস্ সালাসিল। এই সারিয়াকে যাতুস্ সালাসিল বলার কারণ হলো, কেউ যাতে পালিয়ে যেতে না পারে এবং সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শত্রুরা নিজেদেরকে পরস্পরের সাথে শেকল দিয়ে বেঁধে নিয়েছিল। সারিবদ্ধ হয়ে যেন যুদ্ধ করতে পারে বা যেভাবেই তারা সারি বানিয়েছিল সবাইকে একসাথে রাখা ছিল উদ্দেশ্য। এই নামকরণের আরেকটি কারণের উল্লেখ দেখা যায় যে সেখানে একটি ঝরনা ছিল যার নাম ছিল আস্-সালসাল। কারো কারো মতে আট হিজরী আবার কারো কারো মতে সপ্তম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সংবাদ পান যে, বনু খোযাআ গোত্রের লোকেরা মদিনায় আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি (সা.) হযরত আমর বিন আসকে তিনশত মুহাজের ও আনসারের সাথে তাদের কে দমন করার জন্য প্রেরণ করেন যাদের সাথে ত্রিশটি ঘোড়া ছিল। এই জায়গাটি মদিনা থেকে দশ দিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হযরত আমর বিন আস বনু কুযাআর অঞ্চলে পেঁছে সেখান থেকে মহানবী (সা.)-কে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, শত্রুদের সংখ্যা অনেক বেশি তাই বাড়তি সৈন্য প্রেরণ করুন। তিনি (সা.) সংবাদ পাওয়া মাত্র দুই শত মুহাজের ও আনসারের সমন্বয়ে একটি দল হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহর নেতৃত্বে সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন যে, আমরের বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে আর কোন মতবিরোধ করবে না অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে যেন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই বাহিনী যখন হযরত আমর বিন আসের বাহিনীর সাথে গিয়ে যুক্ত হয় তখন পুরো বাহিনীর নেতৃত্বের প্র শ্ন আসে। হযরত আবু উবায়দা যদিও মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে নেতৃত্বের অধিক যোগ্য ছিলেন কিন্তু হযরত আমর বিন আস যখন দৃঢ়তার সাথে বললেন যে, আমিই পুরো সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিব তখন হযরত আবু উবায়দা সানন্দ চিত্তে তার নেতৃত্বকে মেনে নেন। কেননা, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশও ছিল যে, মতবিরোধ করবে না। তিনি তার নেতৃত্বে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এমনকি শত্রুরা পরাজিত হয়। বিজয় লাভের পর যখন মদিনায় ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর আনুগত্যের উপমা শুনে বলেন, 'রাহেমাহুল্লাহু আবা উবায়দা' অর্থাৎ আবু উবায়দার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক কেননা, সে আনুগত্যের এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

(রহমত দারাঈন কে সও শিদাই, প্রণেতা- তালিব হাশমি, পৃ: ৩৩)

(শারাহা যারকানি,২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭-৩৬০)

আরেকটি সারিয়া বা যুদ্ধাভিযান হলো, সীফুল বাহ্র। এগুলো সেসব যুদ্ধ ও অভিযান যাতে মহানবী (সা.) থাকতেন না; এগুলোকে সারিয়া বলা হয়। এই সারিয়া বা অভিযানের উদ্দেশ্যে গঠিত সেনাদল অষ্টম হিজরীতে সমুদ্র উপকুল অভিমুখে যাত্রা করে যেখানে বনু জুহায়নার একটি গোত্র বসবাস করতো। এই সারিয়াকে জায়শুল খাবাতও বলা হয়। এই নামকরণের যে কারণ বলা হয় তা হলো, খাদ্যের ঘাটতির কারণে সাহাবা (রা.) গাছের এমন পাতা খেতে বাধ্য হন যাকে 'খাবাত' বলা হতো। খাবাতের একটি অর্থ হলো, পাতা ঝরানো। সহীহ বুখারীতে এই অভিযানের উল্লেখ রয়েছে আর তা হল, হযরত জাবের (রা.) এটি বর্ণনা করেন। মহানবী (সা.) আমাদেরকে প্রেরণ করেন, আমরা তিনশ' আরোহী ছিলাম, আমাদের আমীর ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন জার্রাহ। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার রক্ষণাবেক্ষনের কাজে আমরা লেগে গেলাম। কুরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর দৃষ্টিরাখাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এতে যু দ্ধের কোন পরিকল্পনা ছিল না। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় আমার অর্ধ মাস অবস্থান করি। আমরা অনেক ক্ষুধার্ত ছিলাম, ক্ষুধার তাড়নায় আমরা গাছের পাতাও খেয়েছি। অনেক অভিযানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যেতেন না বরং অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকত, আবার কোন সময় যুদ্ধও করতে হত। উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে সারীয়া বলা হয়ে থাকে, আর এগুলো এমন অভিযান যেগুলোতে মহানবী (সা.) থাকতেন না। যাহোক, তিনি বলেন, এমনও পরিস্থিতি হয়েছিল যে, গাছের পাতাও খেতে হয়েছে আর এজন্য এই সেনাবাহিনীর নাম 'জায়শুল খাবাত' রাখা হয়েছিল। তখন সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের ঢেউ) আনবার নামের একটি প্রাণী আমাদের জন্য বাইরে নিক্ষেপ করে। অর্থাৎ প্রাণী মরে সমুদ্র থেকে বাহিরে বেরিয়ে আসে বা এমনিতেই তীরে চলে আসে আর সমুদ্রতীরে পানি ছাড়া সে টিকতে না পেরে মরে যায়। যাহোক বলা হয় যে, সমুদ্র থেকে তাদের জন্য একটি প্রাণী আসে, আসলে তা মাছই ছিল, বৃহৎ এক মাছ, যার মাংস আমরা অর্ধ মাস জুড়ে খেতে থাকি আর তার চর্বি আমরা দেহে মালিশ করতে থাকি। এক পর্যায়ে আমাদের শরীর তেমনই সতেজ হয়ে যায় যেমনটি পূর্বে ছিল। হযরত আবু উবায়দা সেই প্রাণীর পাঁজরের মধ্য থেকে একটি হাড় নেন আর তা দাঁড় করিয়ে দেন আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে সাথে নিলেন। সুফিয়ান বিন ওয়াইনা তার রেওয়ায়েতে এটি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সেই প্রাণীর পাঁজরের হাড়ের মধ্য থেকে একটি হাড় নিয়ে সোজা দাঁড় করান, অতঃপর উটসহ এক ব্যক্তিকে

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

নিলেন যে এর তলদেশ দিয়ে অনায়াসে অতিক্রম করল। হযরত জাবের এটিও বলেন, সেনাদলে এক ব্যক্তি ছিল যিনি লোকদের খাবারের জন্য দিনে তিনটি করে উট জবাই করেন। এরপর হযরত আবু উবায়দা তাকে বারণ করেন। আমর বিন দিনার বলতেন আবু সালেহ যাকওয়ান আমাদের বলেন, কায়স বিন সা'দ তার পিতাকে বলেন, আমিও এই সেনাদলে ছিলাম। ক্ষুধা লাগলে হযরত আবু উবায়দা বলেন উট জবাই করো, এতে আমি উট জবাই করি। তিনি বলেন তারপর আবার ক্ষুধা পায়। হযরত আবু উবায়দা বলেন উট জবাই করো, এতে আমি উট জবাই করি। তিনি বলেন, এরপর আবারো ক্ষুধা লাগে, হযরত আবু উবায়দা বলেন, উট জবাই করো। বাহনস্বরূপ যে উট ছিল সেগুলোর ওপর কিছু সাজসরঞ্জাম ও থেকে থাকবে; কিন্তু পরিস্থি তি এমন হয় যে, সেগুলোই জবাই করে খাচ্ছিল। তিনি বলেন, আমি উট জবাই করি। কায়স বলেন, এরপর আবারো ক্ষুধা লাগে। হযরত আবু উবায়দা বলেন, উট জবাই কর। তিনি বলতেন এরপর আমাকে বারণ করা হল যে, এখন আর উট জবাই করবে না।

অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, জায়শুল খাবত-এর সাথে আক্রমণের জন্য আমরা বের হই এবং হযরত হযরত আবু উবায়দকে আমির নিযুক্ত করা হয়। আমাদের প্রচন্ড ক্ষুধা লাগে এবং সমুদ্র একটি মৃত মাছ তীরে নিক্ষেপ করে। (জীবিত মাছ আসে নি বরং মাছ মৃতই এসেছিল) এত বড় মাছ আমরা এর পূর্বে কখনও দেখিনি। যেভাবে এর আকার আকৃতি বর্ণনা করা হয় সম্ভবত এটি তিমি মাছ হবে; এটিকে আম্বর বলা হতো। আমরা এর মাংস অর্ধেক মাস অর্থাৎ ১৫ দিন পর্যন্ত খেতে থাকি তারপর হযরত আবু উবায়দা এই মাছের একটি হাড় নিলেন যার তলদেশ দিয়ে একটি বাহন অতিক্রম করতে পারত। ইবনে জুরায়েজ বলেন, আবু যুবায়ের আমাকে এটিও বলেছেন, হযরত আবু উবায়দা বলেন মাছ খাও এটি যদিও মৃত কিন্তু এতে কোন সমস্যা নেই। মদীনায় ফিরে এসে আমরা রসূল করিম (সা.) এর কাছে এটি উল্লেখ করি যে, এভাবে একটি মৃত মাছ ভেসে আসে যা আমরা খেতে থাকি আর আমাদের তা প্রয়োজনও ছিল। তিনি (সা.) বলেন, যে রিযিক আল্লাহ তা'লা দিয়েছেন তোমরা তা খাও। আল্লাহ তা'লা তোমাদের অবস্থা দেখে এটিকে তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, তোমরা তা খেয়েছো এতে কোন সমস্যা নেই আর যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে আমাকেও দাও। অর্থাৎ তোমরা যদি সাথে করে কিছু নিয়ে এসে থাক। তাদের কেউ একজন তাঁকে একটি অংশ দেয় আর মহানবী (সা.) তা খেয়েছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩৬১-৪৩৬২)

ফিরে আসার সময় সেটি থেকে কিছুটা মাছ নিয়ে এসেছিলেন আর তা থেকে মহাবনী (সা.) খেয়েছিলেন। হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব এই 'সীফুল বাহার' অভিযান সম্পর্কে নিজ শারাহ্তে (অর্থাৎ হাদীসের ব্যাখ্যায়) লিখেন, (সীফুল বাহার সেটিই যাকে খাবাতও বলা হয়) উল্লেখিত যুদ্ধাভিযান সেসব যুদ্ধাভিযানের একটি যেগুলোতে কারো সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এই যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণকারীরা বানিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার জন্য প্রেরিত হয়েছিল। ইবনে সা'দের ভাষ্য অনুসারে এই অভিযানে ৩০০ মুহাজের ও আনসার অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.) এ অভিযানের আমীর ছিলেন আর এটি 'সীফুল বাহার' নামে খ্যাত। মরু-কাফেলা চলাচলের রাস্তায় লোহিত সাগরের তীরে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হয়েছিল। কাফেলা চলাচলের যে রাস্তা ছিল, সেটির কাছাকাছি লোহিত সাগরের তীরে একটি নিরাপত্তা চৌকী বসানো হয়েছিল। এজন্য (এটি) সীফুল বাহারের যুদ্ধাভিযান নামে খ্যাত। এই (বাহিনী) প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, একটি নিরাপত্তা ফাঁড়ি স্থাপন করা আর পরে গিয়ে বুঝা যাবে কার নিরাপত্তা উদ্দেশ্য ছিল। সীফ শব্দের অর্থ উপকূল। ইবনে সা'দ সারিয়্যাতুল খাবাত শিরোনামে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছেন। খাব্ত শব্দের অর্থ গাছের পাতা। পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়ায় কারণে মুজাহিদদের গাছের পাতা খেতে হয়েছিল। ইবনে সা'দ বলেন এটি সংঘটিত হয়েছে অষ্টম হিজরীর রজব মাসে। এযুগ হুদনা অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সন্ধির যুগ ছিল। মহানবী (সা.) বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেছেন এবং সতর্কতামূলকভাবে উল্লেখিত নিরাপত্তাবাহিনী লোহিত সাগর উপকূলীয় অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছিল নিরাপত্তার দৃষ্টি কোন থেকে যাতে সিরিয়া ফেরত কুরাইশ কাফেলার সাথে সংঘর্ষ না হয়। সিরিয়া থেকে কুরাইশের যে বানিজ্য কাফেলা আসছিল সেটির সাথে যেন কোন ধরণের সংঘর্ষ না হয় আর কুরাইশরা যেন চুক্তি ভঙ্গের কোন অজুহাত পেয়ে না যায়। হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়ে গিয়েছিল। এখন এটি যেন না হয় যে, কেউ তাদেরকে আক্রমণ করবে আর কুরাইশরা অজুহাত দাঁড় করিয়ে বলবে, দেখো! মুসলমানরা আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে, কাজেই হুদায়বিয়ার সন্ধি আর থাকবে না। সেখানে নিরাপত্তা চৌকি বসিয়েছিলেন যেন কুরাইশদের সেই কাফেলার নিরাপত্তা বিধান করা যায়। তিনি আরো লিখেন, ইবনে সা'দের ভাষ্যমতে উল্লেখিত জায়গা মদীনা থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৩৯)

অতএব এটি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ছিল না বরং কাফেরদের নিরাপত্তার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল; যেভাবে ইতিপূর্বেই আমি বলেছি। এটিই হলো শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ শত্রুর নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করা হলো উদ্দেশ্য, কেননা শান্তি চুক্তি হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু যাহোক আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি কাজ করার ছিল। অঙ্গীকার ভঙ্গ হলে তা হয়েছে কাফেরদের পক্ষ থেকে আর পরবতীতে তা মক্কা বিজয়ে পর্যবসিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) আসেন আর মক্কায় প্রবেশ করেন। হযরত যুবায়ের (রা.) কে সেনাবাহিনীর একাংশে এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) কে অপরদিকে নিযুক্ত করেন আর হযরত আবু উবায়দা (রা.) কে পদাতিক বাহিনী এবং উপত্যকার নিম্নাঞ্চলের সর্দার নিযুক্ত করেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-১৭৮০)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) বাহারাইনের অধিবাসীদের সাথে জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করেছিলেন এবং হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.) কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.) কে সেখানে জিযিয়া সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন জিযিয়া নিয়ে ফিরে আসেন এবং মানুষ যখন তার ফিরে আসার সংবাদ পায় তখন সবাই ভোরে ফজরের নামায রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পিছনে পড়ে। মহানবী (সা.) নামায পড়িয়ে পিছন ফিরে সবাইকে দেখতে পান এবং মুচকি হেসে বলেন, মনে হচ্ছে তোমরা জেনে গেছ যে, আবু ওবায়দা কিছু নিয়ে এসেছে। লোকেরা নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল! জী হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, অতএব তোমরা আনন্দিত হও এবং তোমাদের জন্য যা উত্তম সেটির প্রত্যাশা কর। আমি তোমাদের দারিদ্রতার ভয় করি না। বরং আমার আশংকা হলো, কোথাও এমন যেন না হয় যে তোমাদের জাগতিক প্রাচুর্য লাভ হবে আর এরপর তোমরা প্রতিযোগীতামূলকভাবে লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে পড়বে। যতই বস্তুবাদিতার পেছনে ছুটবে, জাগতিক সচ্ছলতা লাভ হবে, তোমরা লোভ-লালসায় মত্ত হবে আর এটিই তোমাদের ধ্বংস করবে- এটিই আমার ভয়। তোমাদের ক্ষুধার্ত থাকার ভয় কম, বরং ভয় হলো জাগতিকতার মোহে ,লোভ লালসায় নিমজ্জিত হয়ে তোমরা আবার নিজেদের ধ্বংস না করে বস! সুতরাং এ সতর্কবাণী প্রত্যেককে নিজের সামনে রাখতে হবে। এটিকে দৃষ্টিপটে না রাখার কারণে আজ আমরা দেখছি, অধিকাংশ মুসলমান যাদের কাছে টাকা আসে, যাদের মধ্যে আমাদের নেতারাও অন্তর্ভুক্ত; তারা এ লোভ লালসার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। তাদের পার্থিব লোভলিপ্সা সীমাহীনভাবে বেড়ে গেছে। মুখে খোদার নাম তো নেয় কিন্তু প্রাধান্য দেয় পার্থিব ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে। অতএব, এদিক থেকে আমাদের সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা প্রয়োজন। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধন-সম্পদ আসবে কিন্তু এ প্রাচুর্যের কারণে আমরা যেন কখনো নিজেদের ধর্মকে ভুলে না যাই।

দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় হযরত আবু ওবায়দা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হজ্জ পালন করেন।

(আশারাহ মুবাশ্বেরা, প্রণেতা-সাজিদ বশীর, পৃ: ৮০১)

মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন লোকদের মধ্যে বিতর্ক হয় যে, তাঁর (সা.) লেহেদযুক্ত কবর (এমন কবর যার একদিকে লাশ রাখা হয়) হবে নাকি লেহেদ ছাড়া। কাজেই হযরত আব্বাস (রা.) হযরত আবু ওবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) এবং হযরত আবু তালহা (রা.)-এর কাছে এক এক

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

ব্যক্তিকে পাঠান এবং এ সিদ্ধান্ত হয় যে, তাদের মাঝে যে ব্যক্তি প্রথমে আসবে সে যেভাবে বলবে সেভাবেই কবর প্রস্তুত করা হবে। হযরত আবু ওবায়দা (রা.) মক্কাবাসীদের রীতি অনুসারে লেহেদ ছাড়া কবর খনন করতেন আর হযরত আবু তালহা (রা.) মদীনাবাসীদের রীতি অনুযায়ী লেহেদযুক্ত কবর খনন করতেন। হযরত আবু তালহার নিকট প্রেরিত ব্যক্তি আবু তালহা (রা.)কে খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর নিকট প্রেরিত ব্যক্তি হযরত আবু উবায়দা (রা.)কে খুঁজে পায় নি। অতএব, হযরত আবু তালহা (রা.) আসেন এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য লেহেদ বিশিষ্ট কবর খনন করেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৬৩)

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পরপরই খেলাফত নিয়ে আনসার ও মুহাজেরদের মাঝে যে মতভেদ হয় এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এটি আমি এক সাহাবীর স্মৃতিচারণের সময় পূর্বেও বর্ণনা করেছি, কিন্তু এখানে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রেও যদি বর্ণিত হয় তাহলে ভালো হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পর আনসাররা হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর বাড়িতে একত্রিত হয়। তারা বলে, একজন আমীর আমাদের মাঝ থেকে এবং একজন আমীর তোমাদের অর্থাৎ মুহাজেরদের মাঝ থেকে হবে। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) তাদের কাছে যান। হযরত উমর (রা.) কিছু একটা বলতে চাইলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে থামিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি তখন কিছু বলতে চাচ্ছিলাম। আর এর কারণ হলো আমি একটি বক্তৃতা প্রস্তুত করে রেখেছিলাম যা আমার খুব পছন্দ ছিল। আমার ভয় ছিল হয়তো হযরত আবু বকর (রা.) এমন কথা বলতে পারবেন না। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) যখন বক্তব্য রাখলেন তখন এমন অসাধারণ এবং প্রাঞ্জল বক্তৃতা করলেন যা সমস্ত বক্তৃতার মাঝে শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা ছিল। এই বক্তৃতায়ই হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমরা অর্থাৎ মুহাজেররা আমীর আর তোমরা অর্থাৎ আনসাররা হলে উজির (মন্ত্রী বা সাহায্যকারী)। এতে হযরত আবু হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) বলেন, এমনটি কখনো নয়। খোদার কসম! এমনটি আমরা হতে দিব না। একজন আমীর তোমাদের মাঝ থেকে হবে এবং একজন আমীর হবে আমাদের মাঝ থেকে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, না; আমরা আমীর এবং তোমরা উজির। কেননা কুরায়েশরা বংশ মর্যাদা ও পরম্পরায় আরবের অন্যান্যদের চেয়ে মহান ও প্রাচীন। কাজেই হযরত আবুবকর দুটি নাম প্রস্তাব করেন অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) অথবা হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.) এর নাম প্রস্তাব করে বলেন যে তাদের কারো একজনের হাতে বয়াত কর বা খলীফা বানাও। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, না, আমরা তো আপনার হাতে বয়আত করব! আবু বকর (রা.) কে (উমর) বলেন, আমরা তো আপনার হাতে বয়আত করব। কেননা আপনি আমাদের নেতা এবং আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আর আমাদের মধ্য থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি আপনিই। একথা বলে হযরত উমর (রা.) তার হাত ধরেন এবং তার বয়আত করেন। এরপর অন্যরাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলি আসহাবিন্নাবী, হাদীস-৩৬৬৮)

যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) দৃষ্টিতে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর মর্যাদা এটি ছিল অর্থাৎ তার নাম তিনি খিলাফতের জন্য প্রস্তাব করেন। পূর্বেও হযরত উমর (রা.)-এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) বলেছেন, আবু উবায়দা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে আমি পরবর্তী খলীফা হিসেবে তারই নাম প্রস্তাব করতাম, কেননা মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে তিনি ছিলেন তাঁর (সা.) উম্মতের 'আমীন'। যখন খিলাফত সম্পর্কে বিতর্ক হয় তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) আনসারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, "হে আনসারদের দল! তোমরা তো সেসব মানুষ যারা সর্বপ্রথম সাহায্য করেছিল। এমন যেন না হয় যে, এখন তোমরাই সর্বপ্রথম বিভেদের সূচনাকারী হয়ে পড়বে!

(সীরুস্ সাহাবা, প্রণেতা শাহ মাঈনুদ্দীন নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৬-১২৭, দারুল ইশাআত, উর্দু বাজার,করাচি পাকিস্তান)

হযরত আবু বকর (রা.) যখন খিলাফতের আসনে সমাসীন হন তখন তিনি বায়তুল মালের দায়িত্ব হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর ওপর অর্পণ করেন। ১৩ হিজরী সনে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বানিয়ে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)কে সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)কে সেনাপতি নির্ধারণ করেন।

(সীরু আলামুন নাবলা,১ম খণ্ড, পৃ: ১৫)

সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ১৩ হিজরী সনে রোমানদের ওপর বিভিন্ন দিক থেকে সৈন্যসমাবেশ ঘটানো হয়। একটি দলের অধিনায়ক ছিলেন হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)। আবু সুফিয়ানের পুত্রের নামও ইয়াযিদ ছিল যিনি পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি জর্ডানের পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন হযরত শারাহ্বিল বিন হাসানা। তিনি বালকার দিক থেকে অগ্রসর হন। তৃতীয় দলের নেতা ছিলেন হযরত আমর বিন আস (রা.), যিনি ফিলিস্তিনের দিক থেকে সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। চতুর্থ দলের নেতা ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.), যিনি হিমস-এর দিকে এগিয়ে যান। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরা সবাই যখন এক স্থানে একত্রিত হবে তখন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) সেনাপতি হবেন। প্রতিটি বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪ হাজার, পক্ষান্তরে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। সৈন্যবাহিনী যাত্রা করার পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) প্রত্যেক দলের নেতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা নিজের এবং নিজ সাথিদের ওপর কোন কাঠিন্য টেনে এনো না। স্বীয় জাতি ও সঙ্গীসাথিদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করো না, তাদের সাথে পরামর্শ করো, ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে কার্যসাধন করো আর অন্যায়-অবিচার থেকে দূরে থেকো, কেননা অত্যাচারী কখনো সফল হয় না এবং সফলতা পায় না। তোমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেদিন যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তার উপর খোদার শাস্তি নেমে আসবে এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। তবে যুদ্ধের জন্য যদি কেউ স্থান পরিবর্তন করে কিংবা নিজ সাথিদের সাথে যোগাযোগ করতে চায় তাহলে সেটি ভিন্ন কথা। এটি পবিত্র কুরআনে সূরা আনফালের ১৭ নম্বর আয়াতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা বিজয় লাভ করার পর কোন শিশু, বৃদ্ধ কিংবা মহিলাকে হত্যা করবে না, কোন প্রাণী হত্যা করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, চুক্তি করে নিজেরা তা ভঙ্গ করবে না।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) সর্ব প্রথম সিরিয়ার 'মাআব' শহর জয় করেন। সেখানকার সদস্যরা জিযিয়া কর দেওয়ার শর্তে সন্ধি করে নেয়। এরপর তিনি 'জাবিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখেন যে, রোমানদের একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট আরো সৈন্য প্রেরণের আবেদন জানান। হযরত আবু বকর (রা.) তখন ইরাক অভিযানে নিয়োজিত হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে বলেন, তুমি অর্ধেক সৈন্য হযরত মুসাননা বিন হারেস (রা.)-এর নেতৃত্বে রেখে বাকি সৈন্য নিয়ে হযরত আবু উবায়দার সাহায্যার্থে পৌছ। সেইসাথে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে পত্রে এ বার্তা প্রেরণ করেন যে, আমি খালেদকে আমীর নিযুক্ত করেছি আর আমি খুব ভালোভাবে জানি যে, তুমি তার চেয়ে শ্রেয় এবং উত্তম। পুরো চিঠির মূল বিষয়বস্তু হলো, আল্লাহ্র বান্দা আতীক বিন আবু কোহাফার পত্র আবু উবায়দা বিন জারাহ্'র নামে অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)-এর আসল নাম ছিল আতীক আর আবু কোহাফা ছিল তার পিতার নাম।

আল্লাহ্র বান্দা আতিক বিন আবু কোহাফার পত্র আবু উবাইদা বিন জাররাহর নামে।

তোমার প্রতি খোদার শান্তি বর্ষিত হোক। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব আমি খালেদের ওপর অর্পণ করেছি। আপনি তার বিরোধিতা করবেন না, শুনবেন এবং আনুগত্য করবেন। আমি তোমাকে তার সহায়ক নিযুক্ত করেছি। আমি জানি, তুমি তার চেয়ে শ্রেয়, কিন্তু আমার ধারণা হলো, তার মাঝে রণকৌশলের দক্ষতা, অর্থাৎ যুদ্ধ-বিষয়ক দক্ষতা তোমার তুলনায় অনেক বেশি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ও তোমাকে সঠিক পথে চলমান রাখুন। হযরত আবু বকর (রা.) এসব কথা লিখেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) ইরাকের একটি শহর 'হীরা' থেকে হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.)-কে পত্র লিখেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্র

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

শান্তি বর্ষিত হোক। হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব আমার ওপর ন্যাস্ত করেছেন। খোদার কসম! আমি কখনো এটি যাচনা করি নি আর আমার এরূপ কোন আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। আপনার পদমর্যাদা তা-ই থাকবে যা পূর্বে ছিল। আমরা আপনার অবাধ্যতা করব না আর আপনাকে উপেক্ষা করে কোন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করব না। আপনি মুসলমানদের নেতা, আমরা আপনার শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করি না আর আপনার পরামর্শের অমুখাপেক্ষীও হতে পারি না।

(রওশন সিতারে, রচনা-গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯-২১) (আশারাহ মুবাশ্বেরা, রচনা-বশীর সাজিদ, পৃ: ৮০৪) (সীরুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৫৭-৪৫৯) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ১১০)

দেখুন! এটি হলো মু'মিন সুলভ মহিমা। উভয় পক্ষ হতে কীরূপ বিনীত আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ করা হয়েছে!

আজনাদাইন এর যুদ্ধ। ১৩ হিজরী সনের জমাদিউল আউয়াল (মাসে) আজনাদাইন এর যুদ্ধ (হয়), এটি ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। এই স্থানে এক লক্ষ রোমান সৈন্যের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আজনাদাইন বাহিনীর সেনাপতি ছিল রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস এর ভাই থিওডোর। প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মুসলমান এক লক্ষ (রোমান) সেনাকে পরাজিত করে আজনাদাইন জয় করে নেয়।

(আশারাহ মুবাশ্বেরা, রচনা-বশীর সাজিদ, পৃ: ৮০৫) (মুজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

আজনাদাইন জয় করার পর মুসলমানরা দামেস্ক অবরোধ করে। এর বিশদ বিবরণ হলো, মুসলমানরা সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক, যা পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি- সেটিকে চৌদ্দ হিজরী সনের মুহররম মাসে অবরোধ করে আর ছয় মাস পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। অপরপক্ষ অর্থাৎ বিরোধী সৈন্যরা দুর্গাবদ্ধ হয়ে যায়। তারা যেহেতু নিজেদের অঞ্চলে ছিল তাই তারা নিজেদের দুর্গ বন্ধ করে দেয়। একারণে মুসলমানদের পাঁচজন সেনাপতিই নিজ নিজ সৈন্যদের নিয়ে এই শহরকে অবরুদ্ধ করে রাখে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) নিজ বাহিনীসহ পূর্বদিকের ফটকে ছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ তাঁর বিপরীতে পশ্চিমদিকের ফটকে ছিলেন। অন্য তিনজন সেনাপতি অন্যান্য দরজায় নিযুক্ত ছিলেন। রোমানরা কখনো কখনো বের হয়ে যুদ্ধ করে আবার ভেতরে ফিরে যেত আর দুর্গে আবদ্ধ হয়ে যেতো। তাদের আশা ছিল রোম-সম্রাট সাহায্য প্রেরণ করবে, কিন্তু ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সতর্কতা বা দক্ষতা তাদের আশাকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছিল। একরাতে শহরে যখন কোন উৎসব চলছিল আর প্রাচীরের প্রহরীরাও সেই উৎসবের আনন্দে প্রহরায় উদাসীন ছিল, তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) নিজের কয়েকজন সঙ্গীসহ পাঁচিল টপকে শহরে প্রবেশ করেন এবং দুর্গের দরজা খুলে দেন। এভাবে তাদের বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। এটি দেখে শহরবাসী হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সাথে, যিনি শহরের অপর প্রান্তে ছিলেন, সন্ধি স্থাপন করে কিন্তু হযরত খালেদ (রা.) এটি জানতেন না। তাই তিনি অনবরত যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) -এর কাছে লোকেরা গিয়ে প্রার্থনা করে যে, আমাদেরকে খালেদ (রা.)-এর হাত থেকে রক্ষা করুন। শহরের মাঝখানে উভয় নেতা মুখোমুখি হন, অর্থাৎ খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন শহরের মাঝখানে এসে মিলিত হন তখন শহরবাসীর সাথে সন্ধি করা হয়, কেননা হযরত আবু উবায়দা (রা.) পূর্বেই শান্তিচুক্তি করে ফেলেছিলেন।

(আশারাহ মুবাশ্বেরা, রচনা-বশীর সাজিদ, পৃ: ৮০৫-৮০৬)

অতপর ফেহেল-এর যুদ্ধ। এটি সিরিয়ার একটি শহর। দামেস্ক জয় করার পর মুসলমানরা সম্মুখে অগ্রসর হলে জানা যায় যে, রোমানরা 'বীসান' নামক স্থানে সমবেত হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুসলমানরা তাদের বিপরীতে 'ফেহেল' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। রোমান বাহিনীর সেনাপতি শান্তি প্রস্তাব দেওয়ার জন্য নিজ দূতকে হযরত আবু উবায়দার কাছে প্রেরণ করে। সে যখন মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছে তখন সে দেখে , সেখানে ছোট-বড়, অফিসার ও অধীনস্ত, সেনাপতি ও সৈনিক সবাই একইভাবে বসে আছে আর কোন প্রকার পার্থক্য দেখা যাচ্ছে ;অবশেষে সে বাধ্য হয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনাদের সেনাপতি কে? মানুষ একজন সহজ সরল ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে যিনি মাটিতে বসেছিলেন। দূত কাছে গিয়ে বলে, আপনিই কি এই বাহিনীর সেনাপতি? হযরত আবু উবায়দা বলেন, হ্যাঁ। দূত প্রস্তাব দেয় যে, নিজ বাহিনীকে নিয়ে ফিরে যান আর এর বিনিময়ে আপনার প্রত্যেক সৈনিক মাথাপিছু দুটি করে স্বর্ণমুদ্রা পাবে, সেনাপতি এক হাজার দিনার পাবে, আর আপনাদের খলীফাকে দুই হাজার দিনার দেওয়া হবে। হযরত আবু উবায়দা অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আমরা অর্থকড়ি নিতে আসি নি বা সম্পদের লোভে এখানে আসি নি। আমরা আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে সমুন্নত করার জন্য বেরিয়েছি। দূত তাঁকে হুমকি দিয়ে সেখান থেকে ফিরে যায়। তার এরূপ ঔদ্ধত্য দেখে হযরত আবু উবায়দা সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন আর পরের দিন সকালে উভয় বাহিনীর মাঝে লড়াই হয়। হযরত আবু উবায়দা নিজে সৈন্যদের মাঝে ছিলেন এবং পরম প্রজ্ঞার সাথে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অবশেষে মুসলমানরা স্বল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও রোমানদের পরাজিত করে। এর ফলাফল যা হয় তা হলো, জর্ডন এর পুরো অঞ্চল মুসলমানদের হাতে এসে যায়।

(আশারাহ মুবাশ্বেরা, রচনা-বশীর সাজিদ, পৃ: ৮০৭-৮০৮) (সীরুস সাহাবা, প্রণেতা- শাহ মুঈনুদ্দীন নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৮)

এরপর হিমস বিজয়ের ঘটনা। ফেহেল বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দা হিমস -এর দিকে অগ্রসর হন, যা সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল এবং সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করত। পথে লেবাননের একটি প্রাচীন শহর বালবাক অতিক্রম করতে হয় যা দামেস্ক থেকে তিন রাতের দূরত্বে অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন শহর ছিল এবং 'বাল' নামক প্রতিমার পূজার অনেক বড় এক কেন্দ্রস্থল ছিল । সেখানকার অধিবাসীরা হযরত আবু উবায়দার সাথে লড়াইয়ের পরিবর্তে সন্ধির আবেদন করে, যা জিযিয়া বা কর দেওয়ার শর্তে গ্রহণ করা হয়। তাদের সাথে কোন লড়াই হয় নি আর তারা নিজেদের ধর্ম পালনে স্বাধীন ছিল। এরপর হযরত আবু উবায়দা হিমস-এর দিকে অগ্রসর হন এবং তা অবরোধ করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদও তাঁর সাথে ছিলেন। শহরের অধিবাসীরা কায়সারের কাছ থেকে সেনা-সাহায্য লাভের আশা করেছিল। তাই তারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যখন তাদের সাহায্য লাভের আশা ভঙ্গ হয় তখন তারা অস্ত্র সমর্পণ করে এবং শান্তিচুক্তির প্রস্তাব দেয়, যা গ্রহণ করা হয়। সন্ধির মাধ্যমে তাদেরকে প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয় এবং তাদের উপাসনাস্থল এবং ঘরবাড়িকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ বাড়িঘরও এবং উপাসনাস্থলও নিরাপদ থাকবে। যারা নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায় তাদের জন্য জিযিয়া এবং কর আরোপ করা হয়। অর্থাৎ নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাক সানন্দে, কিন্তু জিযিয়া ও কর দিতে হবে, যা এক প্রকার খাজনা বা কর।

অতপর লাযেকিয়া বিজয়ের ঘটনা হল, পরবর্তীতে ইসলামী সেনাবাহিনী লাযেকিয়া-র দিকে অগ্রসর হয়। এটি সিরিয়ার একটি শহর, যা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত, হিমস-এর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের মাঝে এটিকে গণ্য করা হয়। যাহোক, লাযেকিয়া অবরোধ করা হয়। নিরাপত্তার দিক থেকে লাযেকিয়া অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। শহরবাসীর কাছে প্রচুর পরিমাণে রসদ মজুদ ছিল। যে কারণে তাদের অবরোধ নিয়ে তাদের কোন চিন্তা ছিল না। হযরত আবু উবায়দা এটিকে জয় করার এক নতুন কৌশল বের করেন। তিনি এক রাতে ময়দানে অনেক গর্ত বা সুড়ঙ্গ খনন করার নির্দেশ দেন এবং সেগুলোকে ঘাস দিয়ে ঢেকে দেন। সকালে অবরোধ তুলে নিয়ে হিমস-এর দিকে যাত্রা করেন। এটিই প্রকাশ করেন যে আমরা ফিরে যাচ্ছি আর অবরোধ তুলে নেন। অর্থাৎ সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ঘাস দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পর পুরো বাহিনী ফিরে যায়। শহরবাসী এবং শহরে উপস্থিত সৈন্যরা অবরোধ উঠে যেতে দেখে আনন্দিত হয়, এবং নিশ্চিন্তে শহরের দ্বার সমূহ খুলে দেয়। অপর দিকে হযরত আবু উবায়দা রাতারাতি আঁধারে নিজ বাহিনীসহ ফিরে আসেন এবং গুহা সদৃশ সেসব গর্তে আত্মগোপন করেন।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

অর্থাৎ যেসব গুহা বা সুড়ঙ্গ বানিয়েছিলেন, অথবা ট্রেঞ্চ বানিয়েছিলে, সেগুলোতে লুকিয়ে পড়েন। প্রভাতে নগরীর দ্বারসমূহ খোলা হলে তিনি অতর্কিত আক্রমণ করেন এবং শহরে প্রবেশ করে শহর জয় করে নেন।

(আশারাহ মুবাশ্বেরা, রচনা-বশীর সাজিদ, পৃ: ৮০৯) (সীরুস সাহাবা, প্রণেতা-শাহ মুঈনুদ্দীন নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৮) (মুজামুল বালদান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত)

বাকি স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তীতে হবে।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও আজকাল অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা মৌলভী এবং সরকারী আমলাদের অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। সেখানে পুনরায় প্রচণ্ড বিরোধিতার ঢেউ উঠেছে। আইনের ধারকগণ ন্যায়-বিচার করছে না- শুধু তা-ই নয়, বরং এটিকে পদপিষ্ট করছে আর মৌলভীরা যা বলে তারই অনুসরণ করছে। আমার মনে হয় নিজ প্রাণ রক্ষার্থে তারা এমন করছে তারা হয়ত ভাবছে যে, এভাবে তারা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভ করবে। এটি তাদের ভুল। এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, এটিই তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। আমরা পূর্বেও এসব কষ্টের যুগ পার করেছি। এখনও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে পার করব, কিন্তু তাদের এসব অপকর্ম থেকে তারা যদি বিরত না হয়, তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই আহমদীরা আজকাল অনেক বেশি দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা এসব কষ্ট দূর করে দেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ় করুন, বিশেষত পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীগণ এবং বহির্বিশ্বে বসবাসকারী এমন আহমদীরা যারা পাকিস্তান থেকে এসেছেন, যেন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন দ্রুত আসে আর সেখানে বসবাসকারী আহমদীরা এসব বিপদ থেকে মুক্তি পায়।

****

১ *পাতার শেষাংশ.....*

'সাবাত' এর মূল্য অনুধাবন করে নি। আর বড় শহরগুলি ছাড়া দীর্ঘকাল ভারতে জুমার নামায সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষিত হয়েছে। এখন কিছুটা এদিকেও মনোযোগ তৈরী হয়েছে। কিন্তু এখনও শতকরা একজন মুসলমান কেবল জুমার নামাযও পড়তে রাজি নয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। সরকার অতি কষ্টে জামাতের প্রতিষ্ঠাতার স্মারক এবং জামাত আহমদীয়ার প্রচেষ্টায় জুমার নামাযের জন্য এক ঘন্টা ছুটি মঞ্জুর করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমানেরা এখনও এর থেকে উপকৃত হয় না। আর কিছু কিছু স্থানে অন্যান্য মুসলমানেরা স্পষ্টভাবে সরকারি অফিসারদেরকে বলে দেয় যে, জুমার নামাযের জন্য ছুটির আবেদন আহমদীদের একটি দুরভিসন্ধিমূলক পদক্ষেপমাত্র, আমরা এর মধ্যে নেই।

খৃষ্টানরাও 'সাবাত' এর গুরুত্ব স্বীকার করেছে ঠিকই, কিন্তু এর জন্য তারা রবিবারের দিনটি নির্ধারণ করেছে। এর কারণ হল, কিছু ইউরোপীয় জাতি ও বাদশাহ যখন খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল, তখন তারা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের একটি শর্ত রেখেছিল যে ছুটির দিন হিসেবে রবিবার নির্ধারণ করা হোক। আর তাদেরকে খৃষ্টান বানানোর লোভে পাদ্রীরা তাদের এই আমন্ত্রণ স্বীকার করে নেয় আর এভাবে 'সাবাত' এর অবমাননার ক্ষেত্রে তারা ইহুদীদেরকেও ছাপিয়ে যায়। কেননা ইহুদীরা তো মাঝে-মধ্যে 'সাবাত' এর দিন কোনও জাগতিক কাজকর্ম করত, কিন্তু খৃষ্টানরা শনিবারকে চিরতরে কাজের দিনে পরিণত করল আর বিশ্রামের দিন হিসেবে রবিবারকে বেছে নিল। যদি খোদা তা'লার আদেশে এমনটি হত, তবে তাতে তেমন আপত্তির কিছু ছিল না, কিন্তু যা কিছু হল তা খোদার আদেশে হল না। নিজেদের ইচ্ছামত এবং হযরত মসীহ নাসেরী (আ.)-এর শত শত বছর পর। হযরত মসীহ নাসেরী (আ.) নিজে 'সাবাত' এর সম্মান করতেন। যদিও ইহুদীদের মাঝে 'সাবাত'এর বিষয়ে যে উদাসীনতা তৈরী হয়েছিল, তিনি তার বিরোধী ছিলেন।

তিনি বলেন, 'সাবাত' এর দিনটি মানুষের জন্য হয়েছে, মানুষ 'সাবাত' এর দিনের জন্য নয়।' (মারাকাস, ২য় অধ্যায়, আয়াত: ২৭) এর এটিই অর্থ যে, যদি সত্যিকার কোনও কাজ এসে পড়ে তবে সেক্ষেত্রে 'সাবাত' এর বিস্তারিত বিধিনিষেধ মান্য করা যেতে পারে না। আর ধর্মের কাজেও 'সাবাত' বাধা দিতে পারে না। ইহুদীদের মধ্যে এই অনর্থক ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, 'সাবাত' এর দিন তবলীগ করা, ওয়ায করা এবং অন্যান্য পুণ্যকর্ম করাও বৈধ। অথচ 'সাবাত'এর দিন কেবল জাগতিক কাজকর্ম করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ ছিল।

(তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৭-৪৯৮)

যুক্তরাষ্ট্রের মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়ার আমেলা সদস্যদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর বৈঠক

আদোয়ার পর হুযুর আনোয়ার মোতামেদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এখানে খুদ্দামদের মজলিস সংখ্যা কত? মোতামেদ উত্তর দেন, এখানে চারটি মজলিস রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে রিপোর্ট আসে।

হুযুর আনোয়ার ওয়াকারে আমল মুহ্তামিমের কাজকর্ম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যার উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, আমরা নিয়মিত মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করে থাকি। নতুন বছরের সূচনাতে আমরা শহরে সাফাই অভিযান চালাই আর মসজিদ নির্মাণের সময়ও একাধিক সাফাই অভিযান চালানো হয়েছে।

মুহতামিম খিদমতে খালক নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, এবছর আমরা শহরে দুই বার খাদ্য শিবিরের আয়োজন করেছিলাম। এছাড়াও ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের পরিবারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। 'মুসলিম ফর পীস' ব্যানারের অধীনে আমরা এই প্রকল্পটি করেছিলাম এবং এতে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড সংগৃহীত হয়েছিল।

মুহাসিব নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, আমাদের এযাবৎ হিসাবপত্র সম্পূর্ণ রয়েছে। সমস্ত হিসাবের অডিট করা হয়ে থাকে।

মুহতামিম সেহত ও জিসমানীর কাছে হুযুর আনোয়ার রিপোর্ট তলব করেন। মুহতামিম সাহেব বলেন, আমরা স্পোর্টসের জন্য হলঘর ক্রয় করার চেষ্টা করছি। হুযুর বলেন, আপনারা যে হলঘর তৈরী করেছেন সেখানেই স্পোর্টসের ব্যবস্থা করুন কিম্বা সেটি লাজনাদেরকেই দিয়ে দিন, সেটি তারাই ব্যবহার করুক।

মুহতামিম তরবীয়তকে হুযুর আনোয়ার তাদের পরিকল্পনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যার উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, হুযুর আনোয়ারের খুতবার সারাংশ Whatsapp এ পাঠানো হয় এবং এটি গ্রুপে পাঠানো হয়। হুযুর জানতে চান এই গ্রুপে কেবল আমেলার সদস্যারাই রয়েছেন না কি সমস্ত খুদ্দামদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, নিজের গ্রুপে সমস্ত খুদ্দামকে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং সকলকে খুতবা পাঠান। অন্ততঃপক্ষে সমস্ত খুদ্দাম খুতবা শুনবে। খুতবা শোনার অভ্যেস গড়ে তুলুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেকে অভিযোগ রয়েছে যে, এখানকার খুতবা কর্কশ প্রকৃতির এবং এর মাধ্যমে ভর্ৎসনা করা হয়। আমার খুতবায় তো কাউকে ভর্ৎসনা করা হয় না। আমার খুতবা শুনে নিও আর এখানকার খুতবা সহন করে নিও।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন যে আপনার আমেলার মধ্যে কতজন পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে। হুযুর আনোয়ার আমেলার সদস্যদের জিজ্ঞাসা করেন, আজকে ফজরের নামায কে কে পড়েছে? আমেলার সদস্যগণ হাত তোলে। কয়েকজন বলেন, সেই সময় আমরা ডিউটিতে ছিলাম। হুযুর বলেন, আপনাদের সংকল্প ছিল বা-জামাত নামায পড়ার। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ' ইন্নামাল আমালে বিন্নিয়াত'। অর্থাৎ কর্মের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যত বা সংকল্পের উপর। অতএব সবসময় খোদা তা'লাকে সাক্ষী রেখে কাজ করবেন। এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রশ্ন করেন যে, আমাকে বলে দিন যে আমার জন্য কি কি করণীয় আর কি কি বিষয় বর্জনীয়। এর উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আল্লাহ্কে ভয় কর আর সব কিছু কর।'। যখন অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়, তখন মানুষ সেই কাজই করে যা আল্লাহ্ তা'লা চান।

হুযুর আনোয়াার বলেন, নামায প্রতিষ্ঠা এবং কুরআন করীমের তিলাওয়াতের উপর বেশি গুরুত্ব দিন। আমি প্রত্যেক খুতবায় এ বিষয়ের উপর কোন না কোন প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। খোদা তা'লার উপর ঈমান আনার পর নামায কায়েম করার নির্দেশ রয়েছে। আর্থিক কুরবানী ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরে আসে। অতএব নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলুন। নিয়মিত কুরআনের তিলাওয়াত করুন এবং অনুবাদ পড়ুন। যতক্ষণ পর্যন্ত অনুবাদ আয়ত্ত হবে না, আপনি কুরআন করীমের অর্থ এবং এর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুবকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন। জ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি সেগুলিকে বাস্তবায়িতও করুন। জামাত এবং খিলাফতের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। আপনার সংশ্লিষ্ট মজলিসের সেক্রেটারীকে তৎপর করে তুলুন এবং যুবকদের একটি দল গঠন করুন যারা নিজেদের সাথী-সঙ্গীদেরকে কাছে টেনে আনবে। মনমালিন্য থাকলেও মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। খিলাফতরে সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। আপনি এই কাজগুলি করতে পারেন, তবে আপনাদের তরবীয়ত সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যাবে।

এরপর ১১ ও ১২ পাতায়.....

তবে সেক্ষেত্রে প্ররোচনা দানকারী যতটা অপরাধী হবে, ততটাই আপনিও হবেন, যে কিনা উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। স্বার্থান্বেষী জাতি, মানুষ বা শ্রেণীর লোকেরা যারা ইসলামকে পল্লবিত হতে দেখতে চাই না, বা যে কোনওভাবে ইসলামের বিরোধী, কেননা, এযুগে বাস্তবিক অর্থে কেউ যদি কোনও ধর্মের অনুসারী হয়ে সেই ধর্মের বিধিনিষেধ মেনে চলতে চায় বা সেই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায় বা মনে করে যে তাদের ধর্মই সত্য আর ধর্ম জরুরী, তবে সেই ধর্ম হল একমাত্র ইসলাম। খৃষ্টধর্মের অধিকাংশ শ্রেণী, ৭৫ শতাংশের বেশি মানুষ ধর্মকে ত্যাগ করে ফেলেছে।

কোনও এক কালে বলা হত যে আমেরিকার মানুষ অত্যন্ত ধার্মিক। সম্প্রতি যে সমীক্ষা হয়েছে তাতে অনেকে বলেছে যে ধর্মে তাদের কোনও প্রকার আগ্রহ নেই। ধর্মের অনুসারী মানুষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। পূর্বে যা ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ, দুই তিন বছররে সেই সংখ্যা ৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই পরিসংখ্যন থেকে স্পষ্ট যে, ধর্ম থেকে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে। ইজরাইলেও সমীক্ষা হয়েছে, যে সম্পর্কে সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। ইহুদীদের মধ্য থেকেও দ্রুত এমন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা বলছে ধর্মের বিষয়ে তাদের কোনও আগ্রহ নেই আর এই হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুসলমানদের যেহেতু ধর্মের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে আর তারা মনে করে যে, তাদের ধর্ম সঠিক আর তাদের বিশ্বাস যে ধর্ম থাকা উচিত। এই কারণে ধর্ম বিরোধী জাতিগুলি চাইছে ইসলামও সেই ভাবে শেষ হয়ে যাক, যেভাবে অন্যান্য ধর্মগুলি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এমনটি কখনওই হবে না। এই কারণেই সেই সব জাতিগুলি মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করে, বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন সংগঠনকে উস্কানি দেয় আর এই সংগঠনগুলি তাদের নিজেদেরই তৈরী করা। একথা আমি অন্যত্র পূর্বেও বলেছি। অতি সম্প্রতি শান্তি সম্মেলনের সময় আমি একথাই বলেছিলাম যে, 'আইসিস' এর কাছে না আছে শিল্প-কারখানা, না পারে এরা অস্ত্র উৎপাদন করতে, আর না আছে এদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ-সুবিধা ও জটিল প্রযুক্তির আর না থাকা সম্ভব। এছাড়া এরা আর্থিকভাবেও এত বলশালী হতে পারে না। তবে আইসিস এর অর্থনীতি কিভাবে শক্তিশালী হচ্ছে? তাদের দাবি, দৈনিক ষাট লক্ষ ডলার তাদের উপার্জন আর পরিকাঠামোর উপর বা যে সমস্ত কর্মী সেখানে তারা নিয়োগ করেছে, বা যাদেরকে তারা বেতন দেয়, তার খরচ দশ লক্ষ ডলার। বাকি অর্থ তাদের উপার্জনের খাতায় যোগ হয়। এখন প্রশ্ন হল, এই বিপুল অর্থ কোথা থেকে আসছে?

এখন দেখুন ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। ইরান একটি প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন দেশ। এর নিজস্ব অর্থনীতি এবং নিজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা আছে, পরিকাঠামো, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। এসব কিছু সত্ত্বেও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পর এর তেল উৎপাদন সত্তর শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পায়। কিন্তু আইসিস এর তেলের উৎপাদন হ্রাস পায় না। তাদের তেল সেভাবেই সমুদ্রপথে রপ্তানি হচ্ছে আর অপরিশোধিত খনিজ তেল বোতলে করে গাড়ির কেবিনে ভরে তো আর রপ্তানি হয় না। এটি ট্যাঙ্কারের মাধ্যমেই নিয়ে যাওয়া হয়। এর জন্য অয়েল ট্যাঙ্কার বা বড় ভেসেল এর প্রয়োজন হয়।

আসল কথা হল মানুষ চায় ইসলামের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে কোনও না কোনও বিবাদ-বিশৃঙ্খলা তৈরী হতে থাকুক। আর বাস্তবে এটি হল কপট বা মুনাফিকদের ফিতনা, যা প্রথম দিন থেকেই আঁ হযরত (সা.)এর যুগেও তৈরী হয়েছে আর পরবর্তীতেও আরও বড় আকারে প্রকাশ পেয়েছে আর এখনও তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এরা ইসলামের সমব্যাথী নয়,বরং ইসলামের বিরোধী আর পরাশক্তির হাতের ক্রীড়নক হয়ে আছে আর এর কারণ তারা অর্থ লাভ করছে।

একদল সংবেদনশীল মানুষও আছে যারা ইসলামের কোনও সেবা করার বাসনা রাখে। তখন এরা সেখানে অর্থাৎ ইউরোপ, যুক্তরাজ্য,অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ইত্যাদি দেশেও যায়, যারা এখন কট্টরবাদি হয়ে উঠছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে যে, কিছু মানুষের মধ্যে এই চেতনা জেগেছে যে এটি উচিত কাজ নয়। আর এখন তারা ফিরে আসতে চায়। কিন্তু এখন ফিরে আসার কোনও পথ নেই। ফাঁদে পড়ে গেছে। হয় যুদ্ধ করে মৃত্যুকে বরণ কর, অথবা যেমনটি আমরা বলছি সেই অনুসারে আমাদের আদেশ মেনে চল আর যদি বাইরে বেরোনোর চেষ্টা কর, তবুও মারা পড়বে। কোনও পথ নেই। কেবল সেখানে আটকে থেকে যায়। এখন তারা বার্তা পাঠিয়েছে।

অনুরূপভাবে সম্প্রতি একটি ভাষণে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, এক ফরাসি সাংবাদিককে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সে ফিরে এসে পৃথিবীকে বলেছিল যে, তারা বলছিল, ' আমরা জানিনা কুরআনের আদেশ কি,হাদীস কি বলে? এর সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা এতটুকু জানি যে আমরা কি বলছি। আর এখন তাদের নেতৃত্বও, জানি না এখন কে নেতৃত্ব দিচ্ছে, প্রথমে আবু বাকার বাগদাদীর নাম বলা হচ্ছিল, এরপর যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা ছিল, সম্প্রতি আমেরিকায় ঘোষণা করেছে যে তারা তাকেও নাকি মেরে ফেলেছে, এখন তৃতীয় নেতা কে আছে? বা এই ধরণের অনেকে আছে আর তাদের নামকে কাজে লাগানো হচ্ছে বা এর তার অন্য কারো হাতে বাঁধা আছে।..... তার ছাড়া আর কিই বা বলা যাবে, কখনও এদিক ধরে টান দাও, কখনও এদিকে নিয়ে যাও, আবার কখনও ওদিকে নিয়ে যাও।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি প্রশ্ন করছেন যে, অপরাধী কে? মুসলমানদের এই সংগঠনগুলি অপরাধী আর এগুলি তো কেবল সংগঠন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আছে। এর পর আসুন সরকারের দিকে। সরকারগুলিও পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকে, পরাশক্তিগুলির মুখ পানে চেয়ে থাকে। আর পরাশক্তিগুলিই তাদের তার ধরে টান মারে। বলা হয় যে সৌদি আরবের বাদশাহ এখন নিজের পক্ষ থেকে অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে আমেরিকা ছয় সাতটি প্রদেশের প্রধানদের মিটিং ডেকেছিল। বাদশাহ সেখানে নিজে না গিয়ে তার প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছেন। লোকে মনে করছে, বাহ! কি চমৎকার কাজটাই না করলেন তিনি। কিন্তু লোকে তো আর জানে না যে তিনি অসুস্থ, তারা জানেই না যে কি সব ঘটে চলেছে। সে সব কিছুই পাল্টে ফেলেছে।

যাকে (প্রতিনিধি হিসেবে) পাঠিয়েছে সেই শক্তিশালী ছিল আর সে আমেরিকা চলে গিয়েছে। মানুষের এও ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, তাদের সামনে কোনও 'বস' দাঁড়িয়ে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে নেই। আমেরিকার জুয়াঘর গুলি (ক্যাসিনো) তাদের নাকের ডগায় চলছে। তাদের নিজের দেশের নাকের ডগায় চলছে। আর তা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে ইজরাইলের হাতে। ইজরাইল এখন সৌদি আরবকে বাহবা দিয়ে বলছে ইরানের উপর আক্রমণ কর আর শিয়াদেরকে হত্যা কর। কাজেই এভাবেই অত্যাচার চলছে।

বিভিন্ন দেশের সরকারও এদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আর সেই সব পরাশক্তিগুলি চায় না এই দেশগুলি বিকশিত হোক। আমার এক স্নেহভাজন আমাকে বলছিল, কাতারে প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে। আমি তাকে বললাম, চিন্তা করো না। এক সময় বেরুতও প্যারিসের মত প্রসিদ্ধ শহর ছিল। বাগদাদও এক সময় ইউরোপের মত প্রসিদ্ধ ছিল আর লোকেরা বলত বাহ কি শহর, এগুলিকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। তারা এতটাই উন্নতি করেছিল, কিন্তু এখন দেখ-এই দুটি দেশের কি পরিণাম হয়েছে। আমি তাকে বললাম, যখন তারা জানতে পারবে যে কাতারও লেবানন ও বাগদাদের মত উন্নতি করে ফেলেছে, তখন তার উপর এমন আক্রমণ করবে যে হাড়ে হাড়ে টের পাবে। তাই আপনি কোনও আত্মপ্রসাদ নিবেন না।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, কিছু সময় থেকে সারা পৃথিবী বোকো হারাম এবং আইসিস এর খিলাফত সম্পর্কে শুনে আসছে। কিন্তু জার্মান নাগরিকরা খিলাফতে আহমদীয়া এবং দ্বিতীয় প্রকারের খিলাফত সম্পর্কে যা কিছু শুনছে এর মধ্যে পার্থক্য কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদূর খিলাফতের সম্পর্ক, এটি তো নতুন খিলাফত নয়। বোকো হারাম দাবি করে খলীফা তাদের, আইসিস দাবি করে ইসলামের খলীফা তাদের। সৌদি বাদশা মুখে স্বীকার বা না করুক, কিন্তু মনে মনে সে নিজেকে খলীফা মনে করে। মরোক্কোর বাদশাহকে খলীফাই বলা হয়, সে নিজেকে খলীফা মনে করে। এরপূর্বে যতদিন পর্যন্ত ইসলামের অধঃপতন হয় নি, ততদিন উসমানিয়া সাম্রাজ্যেও খিলাফতের একটি ধারা অব্যাহত ছিল। সেই সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, এখন আর কোনও খিলাফত নেই, এখন আমি এসে গিয়েছি।' এর কয়েক বছর পর তাদের খিলাফতের অবসান হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসলে যে কোনও কাজ করার জন্য নীতি ও নিয়ম থাকে। আমরা দাবি করি যে ইসলাম অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা দানকারী ধর্ম। কাজেই যেখানে প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয় , সেক্ষেত্রে এমন কোনও বিষয় থাকা উচিত নয় যা প্রজ্ঞার পরিপন্থী। কোনও রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কখনই এমন হয় না যে, কেউ হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে বাদশাহ

ঘোষণা করল আর সকলকে তাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিল। জাগতিক রাজত্বও এভাবেই হয়। প্রথমে একটি সংগঠন তৈরী হয়, ধীরে ধীরে সেটি বিকশিত হয়। কিন্তু আদতে সেটি স্বৈরাতন্ত্রের একটি রূপ মাত্র। তখন তা পরিচালিত হয় কেবল ক্ষমতার নীতি দিয়ে। এরপর জগতের অন্যান্য সাম্রাজ্যও দখল করা হয়, বাদশাহ অন্য দেশের উপর আক্রমণ করে এবং সেদেশের উপর কর্তৃত্ব জমায়।

কাজেই ইসলাম হল প্রজ্ঞার ধর্ম। ইসলাম প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি দলিল দিয়েছে। মৌলিকভাবে ইসলামের নীতি হল খিলাফতের সম্পর্ক নবুয়তের সঙ্গে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, প্রথমে নবুয়ত, পরে নবুয়তের অনুসরেণ খিলাফত। এই পদ্ধতিতে পরিচালিত খিলাফতই নবুয়তের নীতি অনুসরণ করবে। নবুয়তের নীতি কি ছিল? নবুয়তের নীতি ছিল, ন্যায় বিচার কর, মীমাংসা কর, মানুষকে খোদার দিকে নিয়ে এস, মানুষের প্রতি দয়া কর। যদি কেবল অত্যাচারই করা হত, তবে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে রহমাতুল্লিল আলামীন বা জগতসমূহের জন্য আশীর্বাদ নামে অভিহিত করতেন না। ইসলামে কোনও স্থানে যদি যুদ্ধও হয়েছে সেক্ষেত্রে কুরআনে তার দলিলও লিপিবদ্ধ আছে। যুক্তিপ্রমাণ ছাড়া কোনও যুদ্ধ হয় নি। কুরআন করীম বলেছে, তোমরা অকারণে আক্রমণ করবে না, অস্ত্র প্রয়োগ শুরু করবে না। প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞাসা কর যে তারা কি চায়? যুদ্ধ চায়, না কি সন্ধি? তোমাদের উপর কোনও যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছি না।

কুরআন করীম এই শিক্ষা দেয় যে, যে ব্যক্তি তোমাকে সালাম করে, তাকেও তোমরা বলো না যে তুমি মোমিন নও। কাজেই খিলাফত লাভ হওয়ারও কোনও নীতি আছে, সেই নীতি অনুসারে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, প্রথমে নবুয়্যত পরে নবুয়তের অনুসরনে খিলাফত। এরপর যদিও ইসলামের রাজত্ব থাকবে আর বাদশাহ নিজেকে খলীফা বলে দাবি করবে, কিন্তু বাস্তবে তা সাম্রাজ্যই থাকবে। এরপর সেই যুগ আসবে যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আবির্ভাব ঘটবে। এরপর পুনরায় তাঁর গত হওয়ার পর নবুয়তের অনুসরনে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এখন এরা যারা খিলাফতের দাবিদার রয়েছে, এরা তো রাজত্ব, সাম্রাজ্য এবং অত্যাচারী শাসকের ভূমিকা পালন করছে। তারা সেই সব নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে যা আঁ হযরত (সা.) একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছিলেন। সেই নীতি এই ছিল যে, অত্যাচারের শাসন তথা সাম্রাজ্যের পর মসীহ মওউদ এর আগমণের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হত এবং সেই খিলাফত ইসলামের শিক্ষাকে বলবৎ করত।

যদি অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা পৃথিবীতে ইসলামের প্রসার করতে হয়, তবে যে অমান্য করে তাকে যদি হত্যা করে দেওয় হয়, খৃষ্টানকে হত্যা করা হয়। একজন খুনি মাহদী আসবে, মসীহ মওউদও আসবে আর অস্ত্রও হাতে নিবে। মসীহ মওউদ শূকর বধ করবে। উভয়ে মিলে গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবেন। তবে তাঁকে অনুসরণ করার জন্য পৃথিবীকে কেই বা অবশিষ্ট থাকবে। এটি এক দীর্ঘ হাদীস, যা আমি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করছি।

প্রকৃত নীতি এটিই যা আঁ হযরত (সা.) বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃত খিলাফত সেটিই হবে যা আমার মাহদীর আগমণের পর প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজেকে 'খাতামুল খুলাফা' হিসেবেও দাবি করেছেন। কাজেই নবুয়ত ছাড়া কোনও খিলাফত হতে পারে না। খুলাফায়ে রাশেদীন চার জন ছিলেন, এখন বাগদাদী সাহেব কি পঞ্চম খলীফা? এছাড়াও বিগত চৌদ্দশ বছরেও তো কোনও খলীফা হয় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই সেটিই নীতি যা আঁ হযরত (সা.) বর্ণণা করেছেন। অর্থাৎ অত্যাচারী বাদশাহর পর মসীহ মওউদ এর আগমণ অবধারিত ছিল এবং তাঁর মাধ্যমে পরবর্তীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যা নবুয়তের ভিত্তিতে সেই পথেই এবং সেই সব নীতি দ্বারা পরিচালিত হত যেগুলির উপর খিলাফতে রাশেদা পরিচালিত হয়েছিল। কাজে এটিই পার্থক্য। আমরা তো ইসলামি শিক্ষানুসারে আমল করি আর জামাত আহমদীয়ায় নীতি ও নিয়মের মাধ্যমে খিলাফত পরিচালিত হয়। হঠাৎ করে কেউ উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে খলীফা ঘোষণা করল এবং বয়আত করার নির্দেশ দিয়ে বসল-এমনটি হয় না। আমি তো নিজেকে বাঁচিয়ে চলছিলাম যে খিলাফত না পেলেই ভাল।আমাকে তো জোর করে টেনে আনা হয়েছে। জাগতিক খিলাফত ক্ষমতা বলে লাভ হয়, আর প্রকৃত খিলাফত জোর করে দেওয়া হয়, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। মানুষের মনে প্রেরণা সঞ্চার করা হয়। (ক্রমশ....)

৯ পাতার পর....

হুযুর আনোয়ার বলেন, এম.টি.এ-তে তরবীয়তী অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। তথ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং যুগ খলীফার অনুষ্ঠান এসে থাকে। আমি খুতবায় বলেছিলাম যে, যে খুতবা শুনতে চায় সে শুনতে পারে-এর অর্থ হল অন্ততঃপক্ষে খুতবাটি যেন শোনা হয় এবং এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যারা অলস এবং পিছিয়ে পড়েছে তাদেরকে তৎপর করে তোলা এবং কাছে নিয়ে আসা কেবল একজন মানুষের কাজ নয়, এর জন্য আমাকে যথারীতি একটি টিম তৈরী করে পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে কাজ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদেরকে কিভাবে যুক্ত করতে হবে সেই অনুসারে কোন অনুষ্ঠান করুন। যে সমস্ত যুবকরা কোন পদাধিকারীর কারণে বা অন্য কোন কারণে পিছনে চলে যাচ্ছে তাদেরকে কাছে টেনে আনুন। প্রত্যেকের দুর্বলতা অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। মুহতামিম তরবীয়ত হলেন একজন চিকিৎসক সদৃশ। রোগীদের মত দুর্বল খুদ্দামদের তরবীয়তী বিষয়েরও চিকিৎসা করুন। প্রত্যেকের জন্য তা্া পরিস্থিতি অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

মুহতামিমকে মাল-এর কাছে হুযুর আনোয়ার বাজেট এবং চাঁদা প্রদানকারী খুদ্দামদের বিশদ বিবরণ জানতে চান। হুযুর বলেন, আপনার কাছে উপার্জনকারী এবং কর্মহীন খুদ্দামদের তালিকা থাকা চায়।

হুযুর বলেন, ফর্ম পুরণ করানো এবং খুদ্দামদের বিশদ বিবরণের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হল তাজনীদ বিভাগের কাজ। খাদেমের নাম, পিতার নাম, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ছাত্র কিম্বা উপার্জনকারী- অনুরূপে আরও বিভিন্ন বিবরণ থাকতে হবে। ইনফরমেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাজনীদ বিভাগকে গ্রস রুট লেভেলের উপর কাজ করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কোন খাদেম চাঁদা প্রদান করুক বা না করুক, আপনার তাজনীদের তার নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে আহমদী বলে, সে সক্রিয় হোক বা নিষ্ক্রিয়, চাঁদা প্রদান করুক বা না করুক, মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ জুমা হয়তো পড়ে অথবা ঈদের দিন নামাযে আসে- আপনার তাজনীদে তার নাম থাকা উচিত। এমন খুদ্দামদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের তৎপর করে তোলা তরবীয়ত বিভাগের কাজ।

মুহতামিম মাল বলেন, খুদ্দামদের বাজেট ৮০ হাজার ক্রোনার। ৫৩ জন খুদ্দাম চাঁদা দেয় এবং মজলিসে তাঁদের চাঁদার পরিমাণ ৬৫ হাজার ক্রোনার।

হুযুর বলেন, আপনি খুদ্দামকে বলুন যে, চাঁদা কোন কর বা ট্যাক্স নয়। এটি খোদা তা'লার আদেশ। তাদেরকে বলুন যে, এটি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। তাদের এও বলুন যে চাঁদা কোন কোন খাতে ব্যায় হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাজ্যে খুদ্দামদের ইজতেমার সময় চেষ্টা করে এমন খুদ্দামদেরকেও আনা হয়েছিল যারা দূরে সরে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েক জনের অভিযোগ অনুযোগ ছিল। কয়েকজন একেবারেই চাঁদা দিত না। আর কয়েকজন অত্যন্ত কম চাঁদা দিত। সেখানে প্রশ্নোত্তর সভা আয়োজিত হয়। জামেয়ার ছাত্ররা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়। তারা চাঁদার গুরুত্ব এবং ব্যায়ের বিবরণ তুলে ধরে। সেই খুদ্দামরা খোলাখুলিভাবে এমন প্রশ্ন করে যেগুলি বড়দের সামনে করতে ভয় পেত। যেমন চাঁদা কোন কোন খাতে ব্যায় হয়। এটি কি কারণে নেওয়া হয়? এর উদ্দেশ্য কি? কোথায় খরচ হয়? এসব বিষয়ে তাদেরকে সবিস্তারে উত্তর দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়। তাদেরকে চাঁদার গুরুত্ব এবং খোদা তা'লার আদেশাবলী সম্পর্কে বলা হয়। পরে তারা নিজেরাই স্বীকার করে যে, পূর্বে আমরা মনে করতাম যে, অর্থ সংগ্রহ করার জন্য একটি উপায় বানিয়ে রেখেছে। এখন আমরা এর তাৎপর্য অনুধাবন করেছি। এমন খুদ্দামরা নিজে থেকে সেক্রেটারী মালকে চাঁদা প্রদান করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খুদ্দামরা চাঁদা দেয়, দোষ সেই সমস্ত পদাধিকারীদের যারা স্পষ্টভাবে চাঁদার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এবং সেগুলি ব্যায়ের স্থান সম্পর্কে তাদেরকে বলে না।

হুযুর বলেন, বিশেষ করে যুবকদের চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত। তাদেরকে বলা উচিত যে, কোথায় ব্যায় হয়। তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ সংক্রান্ত খুতবায় আমি বলে দিই যে, এই চাঁদা কোথায় কোথায় ব্যায় হয় এবং কি কি কাজে ব্যায় হয়। মসজিদ, মিশন হাউস, জামাতী সেন্টার নির্মাণ, এম.টি.এর চ্যানেল, প্রকাশনার কাজ এবং কিছু অন্যান্য কাজ ও প্রকল্পও রয়েছে যেখানে এই চাঁদার অর্থ ব্যায় হয়। আফ্রিকা এবং আরও অন্যান্য দেশে ব্যায় হয়। এই সব কিছু আমি এই কারণে বলি যাতে মানুষ জানতে পারে যে কোথায় কোথায় ব্যায় হচ্ছে। অনেকে আমাকে পত্র লিখে জানান যে, খুতবা শুনে জানতে পারলাম যে, জামাতের এত ব্যাপক কর্মকাণ্ড রয়েছে এবং তাতে এত বিপুল ব্যায় হচ্ছে।

হুযুর বলেন, ডেনমার্কের জামাত ছোট হলেও এখানকার একশ শতাংশ খুদ্দামদেরকে চাঁদা ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আপনারা যুবকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করলে তাদের অগ্রগতি হবে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 5 Nov, 2020 Issue No.45

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

লজ্জাশীল পোশাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আবশ্যক। যদি আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই তবে এর শিক্ষামালাকে মেনে চলতে হবে।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর নির্দেশের আলোকে পর্দার গুরুত্ব

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ১৩ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত খুতবায় বলেন:

"প্রথম কথা যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত তা হল এই যে, যদি আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই তবে এর শিক্ষামালাকে মেনে চলতে হবে। যদি আমরা ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, আমরা মুসলমান এবং এই ধর্মের উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত তবে এই আদেশমালা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসুল (সা.)-এর নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

সুতরাং লজ্জাশীল পোশাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আবশ্যক। প্রত্যেক আহমদী কন্যা-সন্তান যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করে, সে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। একজন আহমদী সন্তান, একজন আহমদী যুবক এবং একজন আহমদী মহিলা যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছে তারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। এই প্রাধান্য দেওয়া তখনই প্রমাণিত হবে যখন ধর্মের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটবে আমাদের কর্মে। এটিও আমাদের সৌভাগ্য যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের জন্য প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি (আ.) পর্দাহীনতা এবং লজ্জাহীনতা সম্পর্কে একস্থানে বলেন-

" ইউরোপের ন্যায় পর্দাহীনতার উপরও মানুষ জোর দিচ্ছে, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অনুচিত কর্ম। মহিলাদের এই স্বাধীনতাই সমস্ত প্রকারের বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতাপূর্ণ আচরণের মূল। যে সমস্ত দেশ এই ধরণের স্বাধীনতাকে প্রচলন দিয়েছে তাদের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটু অনুমান করুন। যদি মহিলাদের স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতার ফলে তাদের সতীত্ব ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে আমরা স্বীকার করব, আমরা ভুল পথে আছি। কিন্তু নারী ও পুরুষ যখন যৌবনে পদার্পণ করে আর সেই সময় তারা লাগামহীন হয়ে পর্দাহীনতা অবলম্বন করে তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কোন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছাবে তা বলাই বাহুল্য। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৪-১৩৫)

বর্তমান যুগে আমরা সমাজের মধ্যে যে সমস্ত কদাচার দেখতে পাই তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যেকটি বাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করছে। অতএব প্রতেক আহমদী নারী ও পুরুষের উচিত নিজেদের সম্ভ্রমশীলতার উচ্চ মান বজায় রেখে সমাজের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা। 'পর্দা কেন আবশ্যক'- এমন প্রশ্নের অবতারণা করা বা পর্দার বিষয়ে হীনমন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয়।"

আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন করার তৌফিক দান করেন। আমীন

(নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

****

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছিলেন– " জাতির সংশোধন যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।' আমি যে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এর ব্যাজ তৈরী করে খুদ্দামরা যেন বুকে লাগায়, তা এই কারণে ছিল যাতে সব সময় একথা তাদের স্মরণে থাকে যে আপনাদের উপর এক মহান দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে এবং ক্রমধারায় উন্নতি করে যেতে হবে।

হুযুর বলেন, যে সমস্ত খুদ্দাম একথা বলে যে, আমাদের ব্যায় অধিক আর উপার্জন কম, এই কারণে আমরা চাঁদা দিতে পারব না– তারা চাঁদা না দিলেও চাঁদার গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা যেন অনুভব করে।

হুযুর বলেন, তরবীয়ত করুন, আপনাদের চাঁদার সমস্যাবলী দূর হয়ে যাবে আর তৎসঙ্গে খুদ্দামরাও তৎপর হয়ে উঠবে। তরবীয়তের বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সঙ্গে কিভাবে সাক্ষাত করবেন, কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন এবং কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন তার জন্য স্কীম তৈরী করুন। সৎ কিম্বা অসৎ প্রত্যেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে হবে এবং তার তরবীয়তের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাজ্যে উত্তরের মজলিসগুলি সম্পর্কে অভিযোগ ছিল যে, তারা পিছিয়ে আছে এবং তৎপর নয় আর সেখানে কয়েকজন খুদ্দামও দূরে সরে গেছে। খুদ্দামুল আহমদীয়া তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সম্পর্ক স্থাপন করে। তাদের দল লন্ডনে এসেছে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাত করানো হয়েছে। এর ফলে তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে, উত্তরের মজলিসগুলি লন্ডনের মজলিসগুলি থেকে এগিয়ে গিয়েছে।

মুহতামিম তাজনীদকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আপনার তাজনীদ পূর্ণ করুন। কতগুলি মজলিস রয়েছে এবং কোথায় কোথায় কায়েদ নেই তা লক্ষ্য করুন। তাজনীদ পূর্ণ করার জন্য সেই সমস্ত মজলিসকে অনবরত বলতে থাকুন।

মুহতামিম তাজনীদকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনি স্বল্প বয়সী যুবক। আপনি লেগে থেকে কাজ নিতে পারেন। তাহরীকে জাদীদে সকলকে সামিল করানোর চেষ্টা করুন।

মুহতামিম তাহরীকে জাদীদ বলেন, সত্তর জন খুদ্দাম তাহরীকে জাদীদে চাঁদা দিয়েছে। হুযুর বলেন, এর অর্থ হল, মজলিসের চাঁদার থেকে বেশি চাঁদা তারা তাহরীকে জাদীদে দিয়েছে। এটিকে আরও বাড়ানো যেতে পারে। এর অর্থ হল খুদ্দামদের কাছ থেকে মাসিক চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে। তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণকারী খুদ্দামদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

হুযুর মুহতামিম মালকে বলেন, যে সমস্ত ছাত্ররা উপার্জন করে, তাদের পৃথক তালিকা প্রস্তুত করুন আর যারা উপার্জন করে না তাদের পৃথক তালিকা প্রস্তুত হওয়া উচিত। হুযুর বলেন, পরিশ্রম করুন।

হুযুর বলেন, সর্বপ্রথম আমেলার সদস্যরা নিজেদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত করে তুলুন। এরপর পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। 'সানাত ও তিজারত' (বানিজ্য ও কারিগরি) মুহতামিম কে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার যা কিছু পরিকল্পনা রয়েছে তার উপর কাজ করুন।

মুহতামিম ইশাতকে হুযুর আনোয়ার তার কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যার উত্তরে তিনি বলেন, 'নূর' নামে আমাদের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা রয়েছে। কিন্তু এটি নিয়মিত নয়। এই পত্রিকাটি ডেনিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন, এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত করুন। এই পত্রিকা যদি পূর্বে বন্ধ ছিল, এর প্রকাশনা বন্ধ ছিল, তবে এর পুনঃপ্রকাশনার ব্যবস্থা করুন। উন্নয়নশীল জাতিগুলি চলমান কাজ বন্ধ করে দিয়ে থেমে যায় না আর বসে থাকে না। মুহতামিম সাহেব রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, 'লাইফ অফ মুহাম্মদ' পুস্তকটির ডেনিশ অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কাজটি সম্পাদন করেছে খুদ্দামদের টিম। বর্তমানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর পুস্তক 'গুনাহ সে কিউঁকর নাজাত মিল সাকতি হ্যায়'– এর অনুবাদ হচ্ছে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir